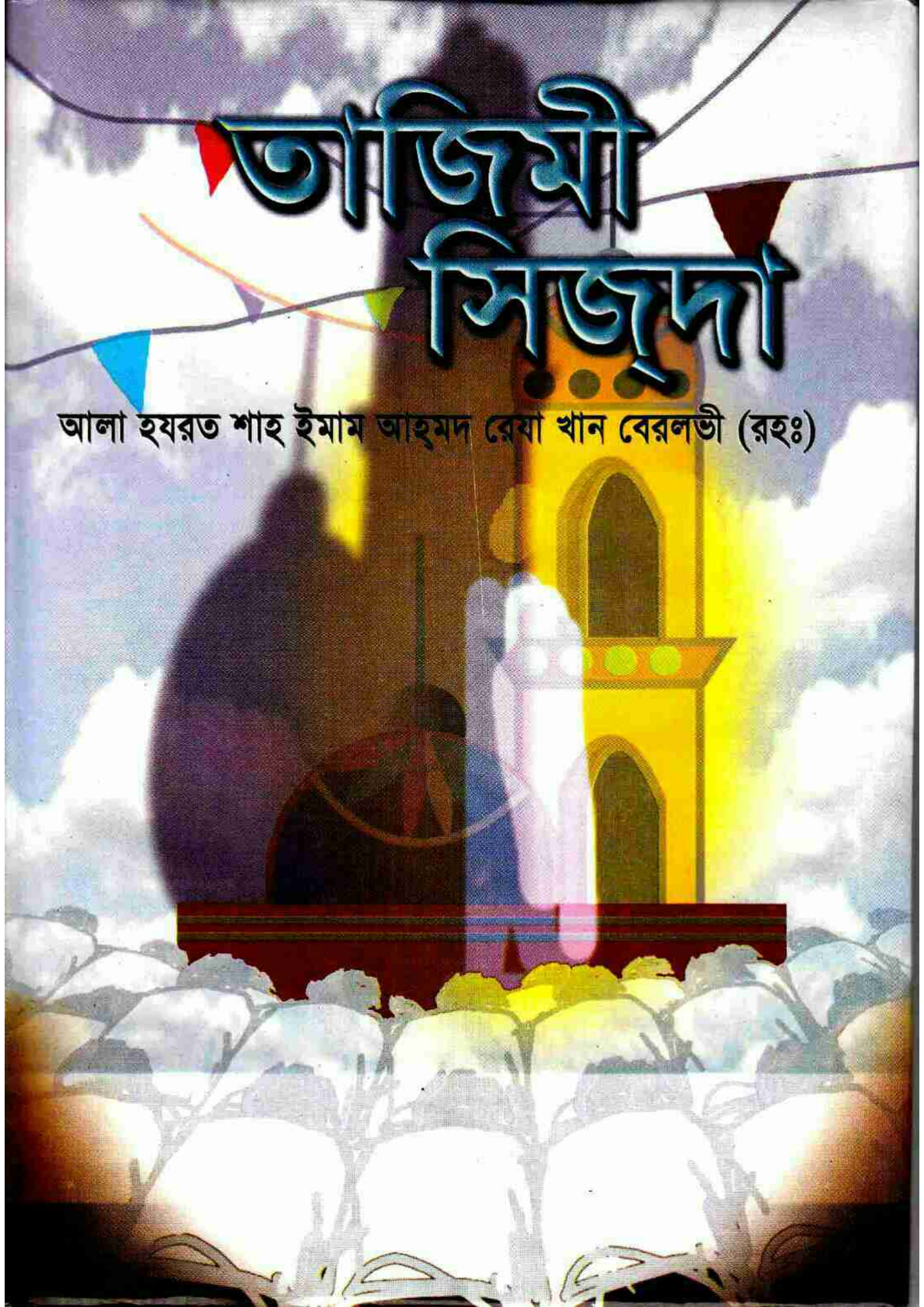


তাজিমী সিজ্দা

আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)



حُرْمَتِ سَجْدَةِ تَعْظِيمِ
তাজিমী সিজ্দা

মূলঃ আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ)

অনুবাদঃ এস, এম আশরাফ আলী আল-কাদেরী

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)

REDUCED [38MB TO 11MB]

SunniPedia.blogspot.com

File taken from AmarIslam.com

প্রাপ্তিস্থান

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ- ৬১৮৮৭৪

- প্রকাশিকা : বেগম আশরাফ আলী
ডাক্তরগাঁও, ময়মনসিংহ
- প্রথম প্রকাশ : ১লা জুলাই- ১৯৯১ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা জুলাই- ১৯৯৪ ইং
তৃতীয় প্রকাশ : ১লা রবিউল আউয়াল ১৪১৯ হিজরী
পুনঃ মুদ্রন : ০১/১১/০৭ইং
- মুদ্রণে : এনামস্ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- অঙ্কর বিন্যাস : আরিফুল হক মাহবুব
এনামস্ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
- মূল্য : -৬০/০০

প্রাপ্তিস্থান

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪

সূচী

❖ বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ প্রথম পত্র	১
❖ দ্বিতীয় পত্র	৩
❖ পত্রের উত্তর	৪
❖ কুরআন করীম দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত	৮
❖ চল্লিশ হাদীছ দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত	১৩
❖ কবরের দিকে সিজদা করার নিষেধাজ্ঞা	৩০
❖ দেড়শ ফিক্‌হি দলীল দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত	৩৭
❖ কারো সামনে মাটি চুমু দেয়া প্রসঙ্গ	৪৮
❖ মাযারে সিজদা দেয়া সম্পর্কিত আলোচনা	৫৩
❖ সাহাবায়ে কিরাম, আয়িম্যায়ে এজাম, আওলীয়া কিরাম ও বিভিন্ন কিতাবের প্রতি অপবাদ	৫৭
❖ হযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অপবাদ	৬৫
❖ আল্লাহ তাআলার প্রতি অপবাদ	৭১
❖ হযরত আদম ও হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে সিজদা প্রসঙ্গে আলোচনা	৭২

অনুবাদকের কথা

আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রঃ) বিচিত্র 'হুরমতে সিজদায়ে তাজিম' পুস্তিকাখানি 'তাজিমী সিজদা' নামকরণ করে বাংলায় অনুবাদ করতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি। যার ফলে এ তাজিমী সিজদাকে নিয়ে আমাদের দেশে এখনও কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। কেউ একে শিরক মনে করে। আবার কেউ একে জায়েয মনে করে। অথচ এটা শিরকও নয় আবার জায়েযও নয়, বরং হারাম। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্হ গ্রন্থের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা আলা হযরত এটাই প্রমাণ করেছেন। আশা করি এ পুস্তিকা পাঠে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে। পুস্তিকাটি যতটুকু সম্ভব হুবহু অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। তবে শেষের দিকে মূল বক্তব্য অটুট রেখে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেছি যাতে পাঠকমহলের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে এবং যেন এক নাগারে পুস্তিকাটি আদিঅন্ত পাঠ করে মূল বক্তব্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। অনুবাদ যতটুকু সম্ভব সহজ সরল ও মার্জিত করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠকগণ উপকৃত হতে পারেন।

ওমান প্রবাসী জনাব মোহাম্মদ আবদুল করীম সাহেবের অনুপ্রেরণায় এবং তারই আর্থিক আনুকুল্যে পুস্তিকাটি প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য আমি তাঁর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আমি নিজ খরচায় প্রকাশ করেছি। পাঠক মহল পুস্তিকা পড়ে উপকৃত হলে, আশা করি আমার জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করবেন।

আমীন

অনুবাদক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ.

প্রথম পত্র

৯ই রমযান ১৩৩৭ হিজরীতে মাদ্রাসায়ে ইব্রাহিমিয়া বানারস থেকে মাওলানা হাফেজ আবদুস সামী সাহেব নিম্নবর্ণিত মাসআলা সম্পর্কে আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান সাহেবের অভিমত জানতে চেয়ে এক খানা পত্র লিখেন।

মাসআলাটি হচ্ছে যায়েদ বলে যে, তরিকতের পীর মুর্শেদের জন্য তাজিমী সিজদা এখনও জায়েয আছে। এতদ্ব্যপারে সে ফিরিশতাগণ কর্তৃক আদম (আঃ)কে সিজদা ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে। সে আরও বলে যে, যাদুকরেরা হযরত মুসা (আঃ)কে সিজদা করেছে। কিন্তু আমরা বলে যে, তাজিমী সিজদা আগের দ্বীন সমূহে জায়েয ছিল; আমাদের শরীয়তে সে হুকুম মনসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাফসীরে জালালাইন, মাদারেক, খায়েন, রুহুল বয়ান, জামেউল বয়ান, তাফসীরে কবীর, ফতহুল আজিজ ইত্যাদিতে তা উল্লেখিত আছে। আর যাদুকরেরা সত্যের সন্ধান লাভ করে আসল খোদাকে সিজদা করেছিল, হযরত মুসা (আঃ)কে নয়। যেমন কালামে পাকে আছে-

قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ.

এ আয়াত দ্বারা তা-ই বোঝা যায়। যায়েদ বলে যে, কুরআন শরীফের বর্ণনা ও কাহিনীমূলক আয়াত নাসিখ মনসুখ হয় না, নুরুল আনোয়ারে তাই বর্ণিত আছে। তাই সিজদার বৈধতা এখনও বলবৎ আছে। কিন্তু আমরা বলে যে, তাফসীরকারকগণ এর হুকুমটা মনসুখ বলে বর্ণনা করেছেন।

তাজিমী সিজ্দা - ১

যায়েদ বলে যে, তাফসীরকারকদের নিজস্ব মতামত দলীল হতে পারে না, যতক্ষণ এর নাসিখ বা রহিতকারী কোন আয়াত পাওয়া না যায়। আমরা বলে যে, এর নিষেধাজ্ঞায় কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত আছে। যথা-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الرُّكُّوعُواِ وَاسْجُدُواِ وَاعْبُدُواِ رَبَّكُمْ.

(হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজ্দা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের)। সুতরাং বোঝা গেল যে, সিজ্দা হচ্ছে ইবাদত যা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য হবে শিরক। কুরআন শরীফে আরও বর্ণিত আছে-

فَاسْجُدُواِ لِلَّهِ وَاعْبُدُواِ وَاسْجُدُواِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

(অতএব আল্লাহকে সিজ্দা কর এবং তাঁরই ইবাদত কর। সিজ্দা কর আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।) এখানে প্রথম আয়াতে لام এবং দ্বিতীয় আয়াতে إِيَّاهُ বিশেষত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সিজ্দা একমাত্র জাতে পাকের জন্য নির্দিষ্ট; অন্য কারো জন্য শিরক, হারাম ও কুফরী।

যায়েদের মতে উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহর জন্য খাস করা হয়েছে ইবাদতের সিজ্দা, তাজিমী সিজ্দা নয়। সুতরাং সেটা জায়েজ। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো لَا تَسْجُدُواِ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ এ আয়াত দ্বারা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য সিজ্দা নিষিদ্ধ প্রমাণিত যদিও বা তা তাজিমী সিজ্দা হোক না কেন। ফকীহ ও ইসলামী দার্শনিকগণ একে হারাম ও কুফর বলেছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এর শরহে ফিকহে আকবর, আনজাগুল হাজা, হলবি শরহে মুনিয়া, মালাবুদা ও আলমগীরীতেই তা-ই বর্ণিত আছে। অধিকন্তু এর বিপক্ষে অনেক সহীহ হাদীছ রয়েছে।

যায়েদের উত্তর হলো কুরআনের আয়াতে لَا تَسْجُدُوا لِلْإِنْسَانِ (মানুষকে সিজ্দা কর না।) উল্লেখ নেই। এবং এর পক্ষে অনেক হাদীছ রয়েছে। যেমন ইকরামা ইবনে আবু জেহেল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করেছিল। হুযুর তাকে নিষেধ করেন নি। (মাদারেজুন নাবুয়াত ও রাউজাতুল আহবাব দ্রষ্টব্য) জনৈক সাহাবী হুযুর আলাইহিস সালামের কপাল মুবারকে সিজ্দা করেছিলেন। তখন হুযুর (দঃ) বলেছিলেন তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ। অতএব প্রমাণিত হলো যে সিজ্দা জায়েয।

এর প্রতি উত্তরে আমরা বলে যে, ইকরামার রেওয়ায়েত থেকে সিজ্দা মুরাদ লওয়া কি ধরনের ধোঁকাবাজি তা আলেম সমাজের অজানা নয়। কেননা উক্ত হাদীছে উল্লেখিত আছে-

فَطَاطًا رَأْسَهُ مِنَ الْحَيَاءِ كَمَا فِي سِيْرَةِ الْحُلَيْنِيِّ وَسِيْرَةِ النَّبُوَّةِ.
(লজ্জায় মাথানত করে) মাদারেজুন নাবুয়াতের উক্তিটা হচ্ছে-

نگاه از شرمندگی سردر پیش آن کند.
(তখন তিনি লজ্জায় মাথানত করেন)।

মিশকাত শরীফের হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল যে, কপাল মুবারক সিজ্দাস্থল ছিল কিন্তু সিজ্দার লক্ষ্যস্থল ছিল না। তাই ওদের দাবী ভিত্তিহীন। যে জিনিসটার উপর সিজ্দা করা হয়, সেটাকে সিজ্দার লক্ষ্যস্থল বলা হয় না। অধিকন্তু হযরত কায়স (রাঃ) ও হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) এর রেওয়ায়েতকৃত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে তাজিমী সিজ্দার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে (মিশকাত, ইবনে মাজা ও ১৩৩৭ হিজরী রজব মাসে প্রকাশিত মাসিক সূফীর ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

যায়েদের মতে এসব হাদীছ খবরে আহাদের পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একক রেওয়ায়েত কৃত। তাই এগুলো নিষেধাজ্ঞার দলীল হতে পারে না। অধিকন্তু কুরআনের আয়াত দ্বারা এর অনুমতি রয়েছে। যদিওবা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র

তাজিমী সিজদা - ৩

করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম সার্বজনীন। আমরের কথা হলো কুরআনের আয়াত, হাদীছে নববী, ফকীহ ও দার্শনিকগণের বিশ্লেষণ দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম ও কুফরী প্রমাণিত এবং অনুমতির স্বপক্ষে কোন দুর্বলতর রেওয়াজেতও বর্ণিত নেই। সুতরাং এটা দলীল বিহীন দাবী মাত্র। অতএব সম্মানিত মুফতীগণ থেকে জানতে চাই- কার বক্তব্যটা সঠিক?

দ্বিতীয় পত্র

২৯শে শাওয়াল ১৩৩৭ হিজরীতে খায়ব নগর মীরট থেকে নওয়াব মমতাজ আলী খানের পৌত্র জনাব মুজাহেরুল ইসলাম প্রেরিত।

বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দের জনাব মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব, তসলীম বাদ আরয এই যে, গত ২৮শে জুন ২৯শে রমযান তাজিমী সিজদার সমর্থনে প্রকাশিত নিজামুল মাশায়েখ নামক একটি রিসালা আপনার সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করি আপনি মেহরেবানী করে তাজিমী সিজদা জায়েয-নাজায়েয সম্পর্কে শরীয়ত সম্মত আপনার মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করে এ জটিল মাসআলার ব্যাপারে সঠিক ধারণা দানে বার্ষিত করবেন। কিছু দিন হলো, তকবিয়াতুল ঈমানের রদে আপনার রচিত معركة الاراء দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। উক্ত রেসালার ৪৩ পৃষ্ঠায় তাজিমী সিজদা জায়েযের পক্ষে নিম্নবর্ণিত ইবারতটি দেখলামঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

(যখন আমি ফিরিশতাগণকে বললাম আদমকে সিজদা করার জন্য তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো।)

وَرَفَعَ أَبْوَيْهَ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا.

(ইউসুফ (আঃ) তাঁর মাতাপিতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং তাঁরা

সবাই তার সামনে সিজাদায় লুটিয়ে পড়লেন)

এ সিজদার দ্বারা তাহলে আল্লাহ তা'আলা, ফিরিশতা, আদম, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ) সবার শিরক হলো কারণ আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, ফিরিশতাগণ সিজদা করেছেন, আদম রাজি ছিলেন; ইয়াকুব সিজদা কারী ছিলেন এবং ইউসুফ সম্মতি দান করেন। অতপর আপনি লিখেছেন “এখানে নাসেখ (রহিত করণ) এর প্রশ্ন উত্থাপন করা নিছক মুর্থতা বৈ কিছু নয়, কোন শরীয়তে শিরক হালাল হতে পারে না। কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহ শিরকের হুকুম দেন। যদিওবা এটা পরে মনসুখ বা রহিত করেন”।

জনাব, আপনার উপরোক্ত ইবারত থেকে তাজিমী সিজদা জায়েয বোঝা যাচ্ছে। অতএব মেহেরবানী করে যদি এ অধমকে আপনার মূল্যবান অভিমতটি জানান, বিশেষ উপকৃত হবো এবং ইসলামের একটা বিরাট খেদমত হবে।

উত্তর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا مَنْ خَشَعَتْ لَهُ الْقُلُوبُ وَخَضَعَتْ لَهُ
الْأَعْنَاقُ وَسَجَدَتْ لَهُ الْجَبَاهُ وَحُزِمَ السُّجُودُ فِي هَذَا الدِّيَارِ
الْمَحْمُودِ وَالشَّرْعِ الْمَسْعُودِ لِمَنْ سِوَاهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى
أَكْرَمِ مَنْ سَجَدَ لَكَ لَيْلاً وَنَهَاراً وَحُزِمَ السُّجُودُ لغيرِكَ
تَحْرِيماً جَهَاراً وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ الْفَائِزِينَ بِخَيْرِهِ الَّذِينَ
لَمْ يَشَنَّ اللَّهُ وَجُوهَهُمْ بِالْخُرُودِ لِغَيْرِهِ نَوَّرَنَا اللَّهُ بِأَنْوَارِهِمْ
وَفَقْنَا لِاتِّبَاعِ أَثَارِهِمْ آمِينَ.

মুসলমান! ওহে মুসলমান!! শরীয়তে মুস্তাফা (দঃ) এর অনুসারী হউন
এবং জেনে রাখুন, নিশ্চয় জেনে রাখুন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা

করা নিষেধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়তে সিজ্দা করা নিঃসন্দেহে শিরক এবং সুস্পষ্ট কুফরী আর তাজিমী সিজ্দা করা হারাম ও গুনাহে কবীরা। এটাকে কুফরী বলার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফকীহগণের এক দলের মতে কুফরী তবে এর বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে তাঁরা একে কুফরে সূরী অর্থাৎ আচরণগত কুফরী বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অবশ্য মূর্তি, ক্রুশ ও চাঁদ-সূর্যকে সিজ্দা করা কুফরী যেমন শরহে মওয়াক্ফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু পীর ও মাযারকে সিজ্দা করা অমাজনীয় শিরক নয়, যেমন ওহাবীদের এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আবার যায়েদের বাতিল দলীল মোতাবেক জায়েয বা মোবাহও নয় বরং হারাম, কবীরাহ গুনাহ-

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ.

(সুতরাং যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন) শিরকের দাবীকে রদ করার জন্য হযরত আদম (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাই দলীল হিসেবে যথেষ্ট। এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ কোন মখলুককে তাঁর সাথে শিরক করার নির্দেশ দেন, যদিওবা পরে রহিত করা হয়। এটাও অসম্ভব যে, ফিরিশতাদের মধ্যে কেউ কাউকে এক মুহূর্তের জন্য খোদার অংশীদার সাব্যস্ত করে বা একে জায়েয মনে করে। কাউকাবুশ শাহাবিয়া' কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং ওহাবীদের ভ্রান্ত ধারণাকে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা খন্ডন করা হয়েছে। ওহাবীদের শিরক ধারণাকে বাতিল ও খন্ডন করার জন্যই এতকিছু বলার উদ্দেশ্য। ওহাবীরা এ অমাজনীয় শিরকের হুকুমজারী করে মাযাল্লা হযরত আদম, ইয়াকুব, ইউসুফ (আঃ)কে মুশরিক বানিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলাকে শিরকের হুকুমদাতা ও জায়েযের সমর্থক বলে চিহ্নিত করেছে কিন্তু এটা ওদের মনগড়া ধারণা বৈ কিছু নয়। তবে শিরক নয় বলে জায়েয বা বৈধ মনে করা যাবে না। এমন হলে তো যেনা, হত্যা, মদ শুকরের মাংস সবকিছু হালাল সাব্যস্ত হয়ে যায়, যেহেতু

এগুলো শিরক নয়। এ ধরনের ধারণা সুস্পষ্ট গুমরাহী। হাদীছে মুতওয়াতের, ইমামগণের বিভিন্ন দলীল ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি থেকে তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত এবং এটা নাজায়েয ও গুনাহ কবীরা হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে।

‘নিজামুল মাশায়েখ’ নামক পুস্তিকায় তাজিমী সিজদা প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি মূলক কিছু ভ্রান্ত বক্তব্য ছাড়া আর কিছু নেই। পুস্তিকায় আগাগোড়া বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্যে ভরপুর। তাতে উদ্ধৃত ইবারত সমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পবিত্র শরীয়ত নিয়ে জঘন্য ভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। এমনকি স্বয়ং নবী করীম আলাইহিস সালামের উপর আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হয়েছে এবং আল্লাহ ও নবীর শানে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সাহাবী, ইমাম, ফকীহ ও ওলীগণের উচ্চমর্যাদার প্রতি আদৌ ক্রক্ষেপ না করে তাঁদের সম্পর্কে যা-তা বলা হয়েছে। এমনকি তাঁদেরকে শুধু মুর্খ, একরোখা, পাষণ বলে ক্ষান্ত হয়নি বরং অভিশপ্ত শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছে-

سَيَجْزِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ كَذَلِكَ يَجْزِي الظَّالِمِينَ.

এ গুমরাহ যখন কোন মযহাবের ধার ধারে না তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু মহা সমস্যা হলো সেই সব মনগড়া উদ্ধৃতি সমূহকে নিয়ে যেগুলো বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কিতাবের বলে চালিয়ে দিয়েছে। তা-ও আবার খন্ড, পৃষ্ঠা ও অধ্যায় উল্লেখ পূর্বক। লজ্জা-শরমের বালাই থাকলে কেউ এ ধরনের জাজ্বল্যমান মিথ্যা কথা কিছুতেই বলতে পারে না। জানি না সেকি এ ধরনের কিছু লিখে কুখ্যাত হতে চাচ্ছে, নাকি সে এ রিসালার বদৌলতে সূফী বা শেখ হওয়ার জন্য ললায়িত। যা হোক, মুসলমানদেরকে এর ধোঁকা থেকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। তাই আমি এ পুস্তিকার প্রণেতাকে বকর নামে আখ্যায়িত করে আমার বক্তব্য রাখছি। ইতিপূর্বে উল্লেখিত প্রথম পত্রে যায়েদের মুখ দিয়ে যে সব প্রতারণামূলক কথা প্রকাশ করা হয়েছে, তা আসলে বকরেরই কুমন্ত্রণা। এদের উদ্দেশ্য হলো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। এ ধরনের বক্তব্য যদিওবা আদৌ প্রাণিধানযোগ্য নয়। কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পর এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া অপরিহার্য। তাই আমি আল্লাহর উপর ভরসা

করে আমার বক্তব্যকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে এর উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে কুরআনে করীম দ্বারা সিজ্দায়ে তাজিমকে হারাম প্রমাণিত করা হয়েছে। নিজামুল মাশায়েখ' এর ৯ পৃষ্ঠায় বকর যে বলেছে কুরআনে করীমে মানুষকে সিজ্দা করার বিপক্ষে কোন আয়াত নেই, এটা সেটারই রদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চল্লিশ হাদীছ দ্বারা তাজিমী সিজ্দাকে হারাম প্রমাণিত করা হয়েছে। উক্ত পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় একটি দুর্বল হাদীছ উল্লেখ করে বকর তাজিমী সিজ্দা প্রমাণিত করতে চেয়েছে। এটা তারই রদ। এ দুর্বল হাদীছটি ব্যতীত ওদের অন্য কোন দলীল নেই। অথচ হাদীছে মুতওয়াতেরের মুকাবেলায় এ ধরনের দুর্বল হাদীছের কোন গুরুত্ব নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে একশত পঞ্চাশটি ফিকহী প্রমাণ দ্বারা তাজিমী সিজ্দাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটা বকরের পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সেই বক্তব্যের রদ, যেথায় সে বলেছে মুষ্টিমেয় কতক একগুঁয়ে লোক ছাড়া আর কেউ তাজিমী সিজ্দার বিরোধী ছিল না"। উক্ত পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠায় তাজিমী সিজ্দার অস্বীকারকারীদেরকে সে শয়তানের মত অভিশপ্ত এবং ১০ পৃষ্ঠায় লানতে ভাগী বলেছে-

وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَىٰ مِنْ قَلْبٍ يُنْقَلِبُونَ .

(তারা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়)

চতুর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং বকরের স্বীকারোক্তি, তার প্রদত্ত দলীলাদি এবং তারই উদ্ধৃতি, কুরআন মজিদ, হাদীছে মুতওয়াতের, উলামায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে এজামের সর্বসম্মত অভিমত দ্বারা তাজিমী সিজ্দা হারাম বলে প্রমাণিত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বকরের সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকার দ্বারা তার মিথ্যাভাষণ, অসাধুতা, অজ্ঞতা ও বোকামী প্রমাণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত আদম ও ইউসুফ (আঃ)কে প্রদত্ত সিজ্দার আলোচনা করা হয়েছে এবং এর থেকে দলীল দেয়ার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

কুরআন করীম দ্বারা তাজিমী সিজ্দা হারাম প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

(তিনি ফিরিশতা ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবেন না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন?) হযরত আবদ ইবনে হামিদ স্বীয় মসনদে ইমাম হাসান বসরী (রাঃ) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন-

بَلَّغْنِي أَنْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسَلِمُ عَلَيْكَ كَمَا يُسَلِّمُ
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ أَفَلَا نَسْجُدُكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَمُوا
نَبِيِّكُمْ وَاعْرِفُوا الْحَقَّ لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
مَنْ دُونِ اللَّهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِبَشَرٍ إِلَى قَوْلِهِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

অর্থাৎ- আমার কাছে এ হাদীছটি পৌঁছেছে যে, জনৈক সাহাবী হযূরের কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা পরস্পর যেভাবে সালাম আদান প্রদান করি, আপনাকেও সেভাবে করে থাকি। আমরা কি আপনাকে সিজ্দা করতে পারি না? তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন- না, বরং তোমাদের নবীর সম্মান কর। সিজ্দা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস এবং তাঁরই জন্য সংরক্ষিত রেখ। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সিজ্দার উপযোগী নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اكليل في استنباط التنزيل নামক তফসীরে উপরোক্ত আয়াতের নীচে

এ হাদীছটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পূর্বক বর্ণিত আছে-

فَفِيهِ تَحْرِيمُ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى এতে খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা হরাম বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতের আর একটি শানে নযুল হচ্ছে জনৈক খৃষ্টান বলেছিল যে, ঈসা (আঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন তাঁকে খোদা বলে মানি। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইমাম খাতেমুল হোফফাজ জালালাইন শরীফে উভয় শানে নযুল এক সঙ্গে বর্ণনা করেছেন-

نَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارَى نَحْرَانَ إِنَّ عَيْسَى أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوهُ رَبًّا أَوْ لَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ السُّجُودَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তাই উভয় বক্তব্যটাই জোরালো বোঝা যায়। জনাব ইমাম সাহেব স্বীয় তফসীরের ভূমিকায় অঙ্গীকার করেছেন যে, তাঁর তফসীরে ও ধরণের উক্তিই গ্রহণ করবেন, যেগুলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তফসীরে বয়জাবী মাদারেক, আবুস সাউদ, কাশশাফ, কবীর, শাহাব, জুমুল ও অন্যান্য তফসীরে তফসীরকারকগণ প্রথম বক্তব্যটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন অর্থাৎ মুসলমানগণ হুযূরকে সিজদা করার আবেদন করার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। স্বয়ং সেই আয়াতেই উল্লেখিত আছে- তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে? এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ইহুদী নয় বরং সেসব মুসলমানদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা সিজদা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তফসীরে মায়ারেক ও কাশশাফে বর্ণিত আছে-

بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَدُلُّ عَلَى الْمَخَاطَبِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَهُمْ الَّذِينَ اسْتَأْنَوْهُ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ.

(بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) এ আয়াতাংশ দ্বারা বোঝা যায় যে সম্বোধিত ব্যক্তিগণ হলেন সে সব মুসলমান, যারা সিজদা করার অনুমতি চেয়েছিলেন।) তাফসীরে কবীরে কাশশাফের উক্তিটা হুবহু নকল করা হয়েছে। ফতুহাতে উল্লেখিত আছে-

يُقَرَّبُ هَذَا الْاِحْتِمَالَ قَوْلَهُ فِي اٰخِرِ الْاٰيَةِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

আয়াতের শেষের অংশ দ্বারা এ বক্তব্যটির সম্ভাবনা বেশী প্রকাশ পায়। ইনায়েতুল কাজীতে বর্ণিত আছে-

هَذِهِ الْفَاصِلَةُ تَرْجِّحُ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُسْلِمِينَ الْقَائِلِينَ أَفَلَا تَسْجُدُكَ.

তফসীরে নিশাপুরিতেও একই কথার উপর জোর দেয়া হয়েছে। যদি উক্ত আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তি খৃষ্টান বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে **أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেননা খৃষ্টানেরা মুসলমান কিভাবে হতে পারে? তখন আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করতে হবে-

أَيَّامَرُ آبَاءَكُمْ الْأَوَّلِينَ بِالْكَفْرِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.

অর্থাৎ হযরত ঈসা তোমাদের বাপ দাদাদেরকে, যারা দীনে হকের উপর অটল ছিল, তাদের ঈমান আনার পর কি কুফরীর হুকুম দিতে পারে?

উক্ত আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে বলার সময় ব্যবহৃত **كفر** শব্দটিরও তাবিলের প্রয়োজন আছে। মুসলমানেরা কখনো সিজ্দায়ে ইবাদত করতে চাননি; তাজিমী সিজ্দাই করতে চেয়েছিলেন। কারণ প্রথমতঃ এ ধরণের প্রত্যাশা সাহাবায়ে কিরাম কিছুতেই করতে পারেন না। তাঁরা ঈমান আনার প্রথম দিন থেকেই তাওহীদ সম্পর্কে ভাল মতে অবহিত ছিলেন, শত্রু মিত্র আপন পর সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তখন প্রতি ঘরে আল্লাহর ইবাদতের অনুশীলন ছিল। এক আল্লাহর প্রতি সবাইকে আহ্বান জানাতেন, এবং অন্য কোন কিছুকে শিরক থেকে মারাত্মক মনে করতেন না। তাই এ ধরণের সাহাবা কিভাবে নবীকে সিজ্দায়ে ইবাদত করার আবেদন করতে পারেন। তাও আবার হযরত মুয়ায ইবনে জবল, কাইস ইবনে সাদ, সালমান ফারসী এমনকি সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) মত সাহাবা। দ্বিতীয়তঃ হযরত আল্লাহিস সালাম উত্তরে বলেছিলেন, এ রকম কর না কিন্তু এ রকম বলেননি যে তোমরা গায়রুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি চেয়ে কাফির হয়ে গেছ,

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের আকদ থেকে বের হয়ে গেছে, তওবা কর, পুনরায় ইসলাম গ্রহণ কর এবং আকদ থেকে বহির্ভূত স্ত্রীগণ যদি রাজি হয়, পুনরায় বিবাহ কর। তৃতীয়তঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সেই আয়াতে তাঁদেরকে মুসলমান বলতেছেন-তোমরাতো মুসলমান। তোমাদেরকে কি কুফরীর হুকুম দেয়া যায়? এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাফেজুদ্দীন (রাঃ) প্রখ্যাত **وجيز** কিতাবে বলেছেন-

قَوْلُهُ تَعَالَى مُخَاطَبًا لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
 أَتَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نَزَلَتْ حِينَ اسْتَأْذَنُوا
 فِي السُّجُودِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ
 الْإِسْتِثْنَاءَ لِسُجُودِ التَّحِيَّةِ بَدَلًا لِعَدَا إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 وَمَعَ إِغْتِقَادِ جَوَازِ سَجْدَةِ الْعِبَادَةِ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا فَكَيْفَ
 يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা মুসলমান হওয়ার পর নবী কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? এ আয়াতটি তখনই নাযিল হয়, যখন সাহাবায়ে কিরাম হযূর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। আয়াতের **بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (তোমরা মুসলমান হওয়ার পর) এ অংশ দ্বারা প্রকাশ পায় যে, তারা তাজিমী সিজ্দার অনুমতি চেয়েছিলেন। কেননা সিজ্দায়ে ইবাদতকে জায়েয মনে করলে মুসলমান থাকেনা এবং এটাও কিভাবে বলা যায় 'তোমরা মুসলমান হওয়ার পর'।

এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত কুফর দ্বারা কুফরে হাকীকিকে বোঝানো হয়নি, কেননা কুফরে হাকীকির আবেদন করলেও মুসলমান থাকে না। আথচ এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে **بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (তোমরা মুসলমান হওয়ার পর)-

وَقَدْ كَانَ اسْتِدْلَالٌ بِهِ الْبَعْضُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ سَجْدَةَ التَّحِيَّةِ
 كُفْرٌ وَذِكْرُهُ فِي الْوَجِيزِ دَلِيلًا لَهُمْ فَانْقَلَبَتِ الدَّلِيلُ عَلَى

الْمُدَّعَى وَثَبَّتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِكُفْرٍ كَمَا عَلَيْهِ الْمَجْهُورُ
وَالْمُحَقِّقُونَ فَاحْفَظْ وَتَثَبِّتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ -

নিঃসন্দেহে আয়াতে উল্লেখিত কুফর দ্বারা কুফরে সুরী (কুফরী নয়-
তবে কুফরীর মত) কে বোঝানো হয়েছে। ব্যাখ্যাকারকদের পরিভাষায়
এ রকম উক্তি প্রচলিত আছে। বিশেষ করে সিজদার মধ্যে অপরকে পূজ
া করার সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জমীনে চুমু দেয়া প্রসঙ্গে কানী শরহে দানী,
কেফায়া, তবয়ীন শরহে কনয, দুর্কুল মুখতার, মুজমাউল আনহার
ফতহুল্লাহিল মুবীন ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হবে। কেননা এটার
সাথে মূর্তি পূজার সাদৃশ্য রয়েছে। সিজদার মধ্যে এর থেকে অধিক
সাদৃশ্য রয়েছে। এর আকৃতির সাথে কুফরীর আকৃতির অবিকল মিল
রয়েছে। এ জন্য একে কুফরে সুরী বলা হয়। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে
খোলাসা, মুহিত, মনহুর রউজ, নিসাবুল ইহতিসাব ইত্যাদি কিতাবের
উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছে- **إِنَّ هَذَا كُفْرٌ** (ইহা নিশ্চয় কুফরী) অর্থাৎ
সিজদার আকৃতিটা কুফরীর আকৃতির মত। তাঁদের এ উক্তি দ্বারা অনেক
সময় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে সামনে আলোচনা
করা হবে। যা হোক উপরোক্ত আয়াতের উল্লেখিত শানে নযুলের যে
কোন একটা হবেই। এ জন্য ইমাম খাতেমুল হুফফাজ উভয় শানে নযুল
উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এক এক
আয়াতের কয়েক রকম শানে নযুল হতে পারে এবং কুরআনের সব
শানে নযুলই দলীল হিসেবে বিবেচ্য। সুতরাং কুরআনের দ্বারা প্রমাণিত
হলো যে, তাজিমী সিজ্দা এমন জঘন্য হারাম, যার সাথে কুফরীর তুলনা
চলে। আল্লাহ থেকে পানা চাই। সাহাবায়ে কিরাম হুযূরকে তাজিমী সিজ
দা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ করা হয়
তোমাদেরকে কি কুফরীর হুকুম দেব'। বোঝা গেল যে তাজিমী সিজ্দা
এমন ঘৃণিত বিষয় যাকে কুফরীর মত বলা হয়েছে। যখন হুযূর
আলাইহিস সালামকে তাজিমী সিজ্দা করার এ হুকুম, তখন অন্যদের
প্রশ্নই উঠতে পারে না। আল্লাহ হেদায়েত করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চল্লিশ হাদীছ দ্বারা সিজ্জদা হারাম প্রমাণিত

চেহেল হাদীছ বা চল্লিশ হাদীছের অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে। ইমাম ও ওলামাগণ নানা ধরণের চল্লিশ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে গায়রুল্লাহকে সিজ্জদা করা হারাম সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীছ বর্ণনা করলাম। এ হাদীছগুলো দু'প্রকারের- প্রথম প্রকার গায়রুল্লাহকে সিজ্জদা করা সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় প্রকার বিশেষ করে কবরকে সিজ্জদা বিষয়ক।

প্রথম প্রকারের হাদীছ

১নং হাদীছঃ জামে তিরমীযী, সহীহ ইবনে হাববান, সহীহ মুসতাদরক, মসনদে বযার ও সুনানে বায়হাকীতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا هَذَا لَفْظُ الْبِزَارِ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ. وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ الْمَرْفُوعُ مِنْهُ بِلَفْظٍ لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَتُ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا.

জনৈক মহিলা হযূর আলাইহিস সালামের বারগাহে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? ইরশাদ ফরমান, যদি কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষ কর্তৃক সিজ্জদা করা যেত, তাহলে আমি মহিলাকে বলতাম যেন সে তাঁর স্বামীকে সিজ্জাদ করে যখন সে ঘরে প্রবেশ করে, সেই ফজীলতের কারণে, যা আল্লাহতাআলা তার উপর ওকে দিয়েছে। ইমাম তিরমীযী বলেছেন যে, এ হাদীছটি হাসন ও সহীহ।

২নং হাদীছঃ ব্যার কর্তৃক হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

تَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا فَجَاءَ بُعَيْرٌ
فَسَجَدَ لَهُ فَقَالُوا هَذِهِ بِهَيْمَةَ لِاتَّعْقِلَ سَجَدْتَ لَكَ وَنَحْنُ
نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نُسَجَّدَ لَكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَصْلِحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُسَجَّدَ لِبَشَرٍ لَوْ صَلَحَ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ
تُسَجَّدَ لِرُؤُوسِهَا لِمَالَهُ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهَا.

হযর আলাইহিস সালাম একটি বাগানে তশরীফ নিলে একটি উট সামনে এসে হযরকে সিজ্দা করলো। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন- এ অবোধ চতুষ্পদ জন্তু হযরকে সিজ্দা করলো, আমরা বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়ায় হযরকে সিজ্দা করার ব্যাপারে অধিক উপযোগী। হযর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- কোন মানুষকে কোন মানুষ কর্তৃক সিজ্দা করা অবৈধ। যদি তা বৈধ হতো, আমি মহিলাকে বলতাম যেন ওর স্বামীকে সিজ্দা করে। সেই অধিকারের কারণে, যা তার উপর ওর রয়েছে। ইমাম জালাল উদ্দীন সমূতী (রঃ) নামক কিতাবে বলেছেন যে এ হাদিছটির সনদ হাসন।

৩নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ব্যার ও আবু নঈম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ مَيْنُونَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ
اسْتَضَعَبَ عَلَيْهِمْ (فَذَكَرَ الْقِصَّةَ إِلَى قَوْلِهِ) فَلَمَّا نَظَرَ
الْجَمَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ
سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بِهَيْمَةَ
لَاتَّعْقِلَ نُسَجَّدَ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نُسَجَّدَ لَكَ
قَالَ لَا يَصْلِحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُسَجَّدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يُسَجَّدَ
بَشَرٌ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَجَّدَ لِرُؤُوسِهَا مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ
عَلَيْهَا هُوَ عِنْدَ النِّسَائِيِّ مُخْتَصَرٌ.

জনৈক আনসারের পানিবহনকারী একটি উট ক্ষেপে যায়, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়না, ক্ষেত ও খেজুর পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। পরিশেষে হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করা হলো। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, চলো। অতপর তিনি সেই বাগানে তশরীফ নিলেন, যেখানে সেই উটটি ছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম সেই উটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, উটটি পাগলা কুকুরের মত হয়ে গেছে। হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করতে পারে। হুযূর ইরশাদ ফরমারেন-এ ব্যাপারে আমার কোন ভয় নেই। উট হুযূরকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে আসলো এবং নিকটে এসে হুযূরকে সিজ্দা করলো। হুযূর আলাইহিস সালাম উটটির মাথার কেশ ধরে কাজে লাগিয়ে দিলেন, তখন এটা ছাগীর মত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন আমরা হলাম বোধ শক্তি সম্পন্ন। তাই আমরা হুযূরকে সিজ্দা করার অধিক হকদার নই কি? হুযূর ইরশাদ ফরমান- যদি কোন মানুষকে কোন মানুষ সিজ্দা করা ন্যায় সঙ্গত হতো, আমি পুরুষকে সিজ্দা করার জন্য মহিলাকে নির্দেশ দিতাম। ইমাম মনযরী বলেছেন যে এ হাদীছের সনদ খুবই মজবুত এবং এর রেওয়াজাতকারী খুবই প্রসিদ্ধ।

৪নং হাদীছঃ হযরত আনস, (রাঃ) এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ বযার ও আবু নঈম রেওয়ায়েত করেছেন-

قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِأَنْصَارٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ فِي رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ فَسَجَدَنَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّجُودِ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ. قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي فِي أُمَّتِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ وَكَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدًا إِلَّا أَحَدًا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

হুযূর আলাইহিস সালাম আনসারের একটি বাগানে তশরীফ নিলেন। হযরত সিদ্দিক আকবর, উমর ফারুক ও কিছু সংখ্যক আনসার হুযূরের সাথে

ছিলেন। বাগানে এক পাল ছাগল ছিল; ওগুলো হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজদা করলো। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) আরয করলেন-ইয়া রসূলুল্লাহ, এ সব ছাগল থেকে আমরা অধিক হকদার যে, আপনাকে সিজদা করি। ইরশাদ ফরমান- নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে সিজদা না করা চাই। যদি এটা যথার্থ হতো, আমি মহিলাকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য। মোল্লা আলী কারী (রঃ) ইমাম কাজী আয়াযের শিফা শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ হাদীছের সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা খোফাজী (রহঃ) নসিমে বিয়ায কিতাবে এ হাদীছকে সহীহ বলেছেন।

৫নং হাদীছঃ ইমাম বায়হাকী ও আবুনঈম 'দলায়েলুন নাবুয়াত কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন-

بَيْنَهُمَا نَحْنُ قَعُودٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 آتَاهُ اتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاصِحٌ إِلِ فُلَانٍ قَدْ أَبَقَ عَلَيْهِمْ
 فَنَهَضُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَذَكَرَ الْقِصَّةَ
 وَفِيهِ سَجُودُ الْبُعَيْرِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ فَقَالَ
 أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِهِيْمَةٌ مِنْ الْبَهَائِمِ تَسْجُدُ لَكَ
 لِتَعْظِيمِ حَقِّكَ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأًا
 أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي أَنْ يَسْجُدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ
 يَسْجُدُونَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

আমরা হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। একজন এসে আরয করলেন- অমুকের পানিবহনকারী উটটি বেপরোয় গেছে। হুযূর আলাইহিস সালাম রওয়ানা হলেন। আমরাও তাঁর সাথে হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা আরয করলাম- হুযূর ওটার কাছে যাবেন না। কিন্তু হুযূর তখনই নিলেন। যখনই উটের দৃষ্টি হুযূরের নূরানী চেহারার উপর পতিত হলো, তখনই সেটা সিজদায় নত হলো। সাহাবায়ে কিরাম তা দেখে আরয করলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ একটি চতুষ্পদ জন্তু যদি আপনার তাজীমে সিজদা করতে পারে,

তাহলে আপনাকে সিজ্দা করার বেলায় আমরা অধিক হকদার। ইরশাদ ফরমালেন- না, যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে একে অপরকে সিজ্দা করার হুকুম দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে হুকুম করতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজ্দা করার জন্য।

৬নং হাদীছঃ মসনদে আহমদ, হাকেম, মুসতদারক, তিবরানী, জামে কবীর, বায়হাকী, আবুনঈম, দলায়েলুন নাবুয়াত এবং বগবী শরহে সুন্নাহ কিতাবে হযরত ইয়ালা ইবনে মররা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَجَاءَ بَعِيرَ رِغْوًا حَتَّى سَجَدَ لَهُ فَقَالَ مُسْلِمُونَ نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

একদিন হুযূর আলাইহিস সালাম কোথাও যাওয়ার জন্য বের হচ্ছিলেন, এমন সময় একটি উট কি যেন বলতে বলতে নিকটে এসে হুযূরকে সিজ্দা করলো। তা দেখে মুসলমানগণ বললেন নবী আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করার বেলায় আমরাইতো অধিক হকদার। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- যদি আমি গায়রুল্লাহকে সিজ্দা করার জন্য কাউকে হুকুম দিতাম, তাহলে মহিলাকে বলতাম নিজের স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য। (অতঃপর তিনি (দঃ) ফরমালেন) এ উটটি কি বলে ছিল জান? সে বলেছিল যে সে চল্লিশ বছর নিজের মনিবদের খেদমত করেছিল। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন তারা তার খাদ্য কমিয়ে দিল কিন্তু কাজ বাড়িয়ে দিল। আর আজ ওদের বাড়ীতে বিবাহ এবং ওকে জবেহ করার জন্য চাকু হাতে নিয়েছে। হুযূর আলাইহিস সালাম এর মালিকদের ডেকে পাঠালেন এবং উটের অভিযোগের কথা বললেন। তারা আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর কসম, সে সত্য বলেছে। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন- আমি চাচ্ছি যে তোমরা ওকে আমার খাতিরে ছেড়ে দাও। তখন তারা ছেড়ে দিল। প্রসিদ্ধ مطالع المسرات কিতাবে এ হাদীছের সনদ সহীহ বলে উল্লেখিত আছে।

৭নং হাদীছঃ মস্নদে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَهُ بُعَيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَكَ. فَقَالَ اغْبُدُوا رَبِّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

রসূলুল্লাহ (দঃ) মুহাজির ও আনসারদের এক জামাতে তশরীফ নিলেন। তথায় একটি উট এসে হুযুরকে সিজ্দা করলো। সাহাবীগণ আরয করলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনাকে চতুষ্পদ জন্তু ও বৃক্ষ সিজ্দা করে। কিন্তু আমরা হলাম আপনাকে সিজ্দা করার অধিক হকদার। হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন- আল্লাহর ইবাদত কর ও আমার তায়ীম কর। যদি আমি কাউকে সিজ্দার হুকুম দিতাম, তাহলে, স্ত্রীকে হুকুম দিতাম নিজ স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য। সুনানে ইবনে মাযার মধ্যেও এটি অবিকল বর্ণিত আছে-

৮নং হাদীছঃ হযরত আবু নঈমের দলায়েলে ছায়ালবা ইবনে মারেক (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছেঃ

قَالَ اشْتَرَى إِنْسَانٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ جَمَلًا يَنْفَعُ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي مَرْبَدٍ فَجَرَّدَ كَيْمًا يَحْمَلُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِلَّا تَخَبَّطَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ افْتَحُوا عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ افْتَحُوا عَنْهُ. فَفَتَحُوا فَلَمَّا رَأَى الْجَمَلَ خَرَّ سَاجِدًا فَسَبَّحَ الْقَوْمُ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا أَحَقُّ بِالسُّجُودِ مِنْ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ قَالَ لَمْ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي

لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

বনী সালমার জনৈক ব্যক্তি পানি বহনকারী একটি উট খরিদ করে উট শালায় রাখে। যখন ওকে কাজে লাগাতে চাইলো, তখন যে কাছে যায়, উটটি তাকে আক্রমণ করতে চায়। সেই সময় হযূর আলাইহিস সালাম তথায় তশরীফ নিয়ে ছিলেন এবং হযূরকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। হযূর (দঃ) আদেশ দিলেন- দরজা খুলে দাও। আরয করলো, হযূর ভয় হচ্ছে। ফরমালেন, খুলে দাও। অতঃপর খুলে দিলেন। উটের দৃষ্টি হযূরের নূরানী চেহারার দিকে পতিত হওয়ার সাথে সাথেই সে সিজাদায় পতিত হইল। তখন উপস্থিত সবার মধ্যে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ শব্দের শোর উঠলো এবং তাঁরা আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো এ চতুষ্পদ জন্তু থেকে সিজদা করার অধিক উপযোগী। তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন- যদি মাখলুকদের মধ্যে অন্য কাউকে সিজদা করা সম্ভব হতো, তাহলে নিজের স্বামীকে সিজদা করা মহিলার জন্য আবশ্যিক হতো।

৯নং হাদীছঃ হযরত আবু নঈম খিলান ইবনে নসালমা ছকফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ
اسْفَارِهِ قَرَأْنَا مِنْهُ عَجَبًا مِنْ ذَلِكَ إِنَّا مَضَيْنَا فَنَزَلْنَا
مَنْزِلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا بَنِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي حَائِطٌ فِيهِ
عَيْبِي وَعَيْبُ عِيَالِي وَإِي فِيهِ نَاضِحَانِ فَأَغْتَلَمَا عَلَيَّ
فَمَنْعَانِي أَنْفُسَهُمَا وَخَالَطَنِي وَمَافِيهِ وَلَا يَقْدَرُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ
مِنْهُمَا فَتَهَضُّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِأَصْحَابِهِ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ - فَقَالَ لِصَاحِبِهِ افْتَحْ فَقَالَ يَا
بَنِيَّ اللَّهُ! أَمْرُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ افْتَحْ فَلَمَّا حَرَّكَ
الْبَابَ أَقْبَلَا لَهُمَا حَلْبَةٌ كَخَفِيفِ الرِّيحِ. فَلَمَّا انْفَرَجَ
الْبَابُ وَنَظَرَ إِلَى بَنِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَرَكَآ ثُمَّ سَجَدَا فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِرَأْسِهِمَا. ثُمَّ دَفَعَهُمَا إِلَى صَاحِبِهِمَا فَقَالَ اسْتَغْمَلَهُمَا
وَإِحْسَنَ عُلْفَهُمَا. فَقَالَ الْقَوْمُ. يَا بَنِي اللَّهِ تَسْجُدُكَ
الْبَهَائِمُ فَبَلَاءُ اللَّهِ عِنْدَنَا بِكَ أَحْسَنُ حِينَ هَدَيْنَا اللَّهَ مِنْ
الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذْنَاكَ مِنَ الْمُهَالِكِ أَفَلَا تَأْذُنُ لَنَا فِي
السُّجُودِ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
السُّجُودَ لَيْسَ لِي إِلَّا لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَكُوَانِي أَمْرٌ أَحَدًا
مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ السُّجُودَ لَأَمَرْتُ الْمِرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

আমরা এক সময় হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে সফরে বের হয়েছিলাম। তখন একটি আজব কাণ্ড দেখেছিলাম। এক জায়গায় গিয়ে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। তথায় একজন লোক উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার একটি বাগান আছে এবং এটার উপরই আমার ও আমার পরিজনের ভরণপোষণ নির্ভরশীল, সেখানে পানিবহনকারী আমার দুটি উট রয়েছে এবং উভয়টা পাগল হয়ে গেছে। এখন কেউ ওদের কাছে যেতে পারছেন, বাগানে পাও রাখতে পারছেন। কারো সাধ্য নেই যে ওদের কাছে যাওয়া। হুযূর আলাইহিস সালাম সেই বাগানে তশরীফ নিলেন এবং বললেন- দরজা খুলে দাও। আরয করা হলো- ইয়া রসূলুল্লাহ। ওদের অবস্থা কিন্তু ভয়ানক। তিনি (দঃ) পুনরায় বললেন- দরজা খুলে দাও। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে উট দুটি দমকা হওয়ার মত তেড়ে আসলো। দরজা খোলার পর যখন তারা হুযূরকে দেখতে পেল, তখন উভয়ই সঙ্গে সঙ্গে সিজ্দা দায় পতিত হলো। হুযূর আলাইহিস সালাম উভয়ের মাথা ধরে নিয়ে এসে মালিককে গছিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ ফরমারেন- এদের দ্বারা কাজ করাও এবং যথায়থ পরিমাণ খাদ্য দাও। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আরয কররেন- ইয়া রসূলুল্লাহ, নিছক চতুষ্পদ জন্তু আপনাকে সিজ্দা করলো, কিন্তু আপনার বদৌলতে আমরা আল্লাহর বড় নিয়ামত লাভ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুমরাহী থেকে বাচার জন্য পথ দেখিয়েছেন এবং হুযূরের ওসীলায় ইহকালীন ও পরকালীন অনেক আজাব থেকে রেহাই দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে কেন অনুমতি দিবেন না আপনাকে সিজ্দা করার জন্য? হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন- আমার জন্য কোন সিজ্দা নেই। সিজ

দাতো সেই চির অমর সত্তার জন্য, যার কখনও মৃত্যু নেই। আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে যদি সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম, নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য।

১০ নং হাদীছঃ তিবরানী ও কবীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ فَحْلَانِ فَاعْتَلَمَا فَأَدْخَلَهُمَا حَائِطًا فَسَدَّ عَلَيْهَا الْبَابَ . ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَادَ أَنْ يَدْعُوَا لَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ مَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (فَسَاقَ الْحَدِيثُ فِيهِ) فَقَالَ افْتَحْ . فَفَتَحَ فَبَادَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبًا مِنَ الْبَابِ . فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ . فَسَدَّ رَأْسَهُ وَأَمَكْنَهُ مِنْهُ . ثُمَّ مَشَى إِلَى أَقْصَى الْحَائِطِ إِلَى الْفَحْلِ الْآخِرِ . فَلَمَّا رَأَاهُ وَقَعَ لَهُ سَاجِدًا . فَسَدَّ رَأْسَهُ وَأَمَكْنَهُ مِنْهُ وَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لَا يُعْصِيَانِكَ وَفِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمْرِ أَحَدًا أَنْ يُسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

জনৈক আনসারের দুটি উট উগ্র হয়ে গিয়েছিল। তখন উভয়টাকে একটি বাগানে প্রবেশ করায় তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর হযূর আলাইহিস সালামের সমীপে তিনি আসলেন দুআ করানোর জন্য, যাতে উটদুটি শান্ত হয়ে যায়। হযূর আলাইহিস সালাম তথায় তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুললেন। একটি উট দরজার কাছেই ছিল। হযূরকে দেখার সাথে সাথে সেটি সিজদায় পতিত হলো। হযূর আলাইহিস সালাম ওটাকে বেঁধে মালিকের কাছে গছিয়ে দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে গেলেন। তথায় অন্য উটটি ছিল। সেটাও হযূরকে দেখার সাথে সাথে সিজদায় পতিত হলো। হযূর আলাইহিস সালাম ওটাকেও বেঁধে মালিককে গছিয়ে দিলেন এবং বললেন- নিয়ে যাও। এরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। অতঃপর হযূর আলাইহিস

সালাম ইরশাদ ফরমালেন- আমি কাউকে সিজদা করার হুকুম দিইনা। যদি হুকুম দিতাম তাহলে মহিলাকে বলতাম নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য।

১১ নং হাদীছঃ হযরত আবদ ইবনে হামিদ আবু বকর ইবনে শায়বা, দারমী, আহমদ, বযার ও ইমাম বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

هذا ولفظ الديار مي في حديث طويل مشتمل على معجزات قال خرجت في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر (فذكر معجزتين الى ان قال) ثم سرتنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تبينا كأنما الطير تظلمنا فإذا جمل ناد حتى إذا كان بين سمطين خر ساجدا (ثم ساقا الحديث الى ان قال) قال المسلمون عند ذلك يارسول الله. نحن احق بالسجود لك من البهائم. قال لا ينبغي لشيء ان يسجد بشيء ولو كان ذلك كان النساء لازواجهن.

আমি এক সফরে হযূর আলাইহিস সালামের সাথে ছিলাম। পথে মলমুত্রে হাজত হওয়ায় পর্দার প্রয়োজন হ'ল। নিকটে চার গজ দূরত্বে দু'টি গাছ ছিল। হযূর আলাইহিস সালাম আমাকে বললেন- হে জাবের, গাছ দুটিকে বল, যেন একটার সাথে একটা মিলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাছ দুটি মিলে গেল। হাজত শেষ হওয়ার পর গাছ দুটি নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। পুনরায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। কিছু দূর যাবার পর রাস্তার মধ্যে জনৈক মহিলা নিজের শিশুটিকে নিয়ে হযূরের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ একে প্রতিদিন তিনবার করে জ্বীনে চেপে ধরে। হযূর আলাইহিস সালাম তার কাছ থেকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনবার বললেন- দূর হও খোদার দুশমন, আমি আল্লাহর রসূল। অতঃপর শিশুটিকে তার মায়ের হাতে দিয়ে দিলেন। ফেরার পথে যখন আমরা সেই জায়গায় পৌঁছলাম, মহিলাটি শিশুটা ও দু'টি দুধা সহকারে হযূরের সমীপে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার হাদিয়া গ্রহণ করুন। সেই খোদার কসম করে

বলছি, যিনি হক সহকারে হুযূরকে পাঠিয়েছেন, সেই সময় থেকে আমার শিশুর কোন অসুবিধা হয়নি। হুযূর আলাইহিস সালাম আমাকে ইরশাদ ফরমালেন একটি দুম্বা গ্রহণ কর এবং অপরটি ফেরত দাও। আমরা পুনরায় চলাচল শুরু করলাম। হুযূর আলাইহিস সালাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের মাথার উপরে পাখীর ছায়া পতিত হয়েছে। হঠাৎ কোথা হতে একটি উট দৌড়ে এসে আমাদের দু'লাইনের মাঝখানে গিয়ে হুযূরকে সিজ্দা করল। হুযূর আলাইহিস সালাম উটের মালিককে খুঁজলেন। কয়েক জন যুবক আনসার উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা আমাদের উট। হুযূর আলাইহিস সালাম উটটির কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা আরয করলেন- বিশ বছর পর্যন্ত আমরা এর দ্বারা পানি বহনের কাজ করাইনি। যার ফলে সেটি মোটা মোটা ও তাজা হয়েছে। তাই ইচ্ছা করলাম, ওকে জবেহ করে আমরা ভাগ করে নিয়ে নি। কিন্তু এটা পালিয়ে এখানে এসে গেল। হুযূর আলাইহিস সালাম বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ বিক্রি করতে যাবো কেন, আপনাকে আমরা এটা নযরানা হিসাবে দিয়ে দিলাম। ইরশাদ ফরমারেন- যদি আমার হয়ে থাকে তাহলে এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত এর সাথে সদাচরণ কর। এ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, চতুষ্পদ জন্তু থেকে আমরা অধিক হকদার যে আপনাকে সিজ্দা করি। ইরশাদ ফরমালেন- কেউ কাউকে সিজ্দা করা সঙ্গতঃ নয়। নচেৎ মহিলাদেরকেই বলা হতো তাদের স্বামীদের সিজ্দা করার জন্য।

ইমাম জলিল সযূতী (রঃ) মনাহেল গ্রন্থে বলেছেন যে এ হাদীছটির সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম কসতলানী (রহঃ) মওয়াহের শরীফে ও আল্লামা যুরকানী (রঃ) বলেছেন যে এ হাদীছের সকল বর্ণনাকারী হলেন নির্ভরযোগ্য।

১২ নং হাদীছঃ হযরত বযার'মসনদ গ্রন্থে, হাকেম মুসতদরকে, আবুনঈম দলায়েলে নবুয়াতে, ইমামুল ফকীহ তনবীহুল গাফেলীনে হযরত বরিদা ইবনে হাসিব (রঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন-

وَاللَّفْظُ لِابْنِ نَعِيمٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ اسَلَمْتُ فَأَدِنِي

شَيْئًا أَزِدُّ بِهِ يُقِينَا. فَقَالَ مَا الَّذِي تُرِيدُ؟ قَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ أَنْ تَأْتِيكَ. قَالَ إِذْهَبْ فَادْعُهَا فَاتَّاهَا الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ أَجِيبْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَتَ عَلَى جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا فَقَطَعْتَ عُرُوقَهَا ثُمَّ مَا لَتَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَخْرِي فَقَطَعْتَ عُرُوقَهَا حَتَّى آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَسْبِي حَسْبِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَجَلَسَتْ عَلَى عُرُوقِهَا وَفَرَّوَعَهَا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ ائِذْنِي لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَقْبَلَ رَأْسَكَ وَرَجْلَيْكَ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ ائِذْنِي لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ قَالَ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعَظَمِ حَقِّهِ. وَلَفِظُ الْفَقِيهِ قَالَ أَتَأْذِنُ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ؟ قَالَ لَا يَسْجُدُ لِي وَلَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ. وَلَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا بِذَلِكَ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا تَعْظِيمًا لِحَقِّهِ.

জনৈক গ্রাম্য লোক হযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রসূল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাকে এমন কিছু জিনিস দেখান, যাতে আমার আস্থা আরও বৃদ্ধি পায়। হযূর আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জিনিস দেখতে চাও? তিনি আরয করলেন, হযূর ঐ বৃক্ষটাকে আপনার সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করুন। হযূর ইরশাদ ফরমালেন তুমি যাও এবং ডেকে নিয়ে এসো। তখন সেই গ্রাম্য লোকটি গাছটির কাছে গেলেন এবং বললেন- তোমাকে হযূর (দঃ) স্মরণ করেছেন। গাছটি সাথে সাথে একদিকে ঝুঁকে পড়লো, যাতে শিকড় আলাগা হয়ে যায়। অতঃপর যাত্রা শুরু করলো। হযূরের সমীপে উপস্থিত হয়ে গাছটি সুস্পষ্ট স্বরে বললো। হে আল্লাহর রসূল- আসসালামু আলাইকুম। গ্রাম্য

লোকটি তখন বললেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। হুযূর আলাইহিস সালাম গাছটিকে বললেন- চলে যাও। সেই গাছটি সাথে সাথে চলে গেল এবং সেই শিকড়ের সাথে ডালপালা সহ যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থির হয়ে গেল। গ্রাম্য লোকটি আরয় করলেন- হে আল্লাহর রসূল, আপনার পবিত্র মস্তকে ও পা মুবারকদ্বয়ে চুমু দেয়ার অনুমতি দেন। হুযূর অনুমতি দিলেন। লোকটি পুনরায় সিজ্দা করার অনুমতি চাইলেন। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন-আমাকে সিজাদ করো না এবং সৃষ্টি কুলের মধ্যে কাউকে সিজ্দা করো না। ইমাম হাকেম এ হাদীছকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

১৩ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, হাববান ও ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا. قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَاقَفْتُهُمْ يَسْجُدَانِ لِإِسَاقِفَتِهِمْ وَلِطَاقِفَتِهِمْ فَوَرَدَتْ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوَكُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرُؤُوسِهَا.

হযরত মুয়ায (রাঃ) যখন শাম থেকে ফিরে আসলেন তখন হুযূর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করলেন। হুযূর আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে মুআয এটা কি? আরয় করলেন, আমি শাম দেশে গিয়েছিলাম। তথায় খৃষ্টানদেরকে তাদের পুরোহিত ও নেতাদেরকে সিজ্দা করতে দেখলাম। তাই আপনাকে সিজ্দা করতে আমার মন চাইলো। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন। এ রকম করোনা। যদি আমি গায়রুল্লাহকে সিজ্দা করার অনুমতি দিতাম তাহলে নিজ স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।

এ হাদীছটা হাসন। এর সনদে কোন দুর্বলতা নেই। হযরত ইবনে আবি হাব্বান একে সহীহ হাদীছের মধ্যে গণ্য করেছেন।

১৪ নং হাদীছঃ হযরত হাকেম সহীহ মুস্তাদারক গ্রন্থে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ
وَرَهْبَانِهِمْ وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَخْبَارِهِمْ وَرَبَّانِيهِمْ
فَقَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا تَحِيَّةٌ لِأَنْبِيَاءِهِمْ قُلْتُ
فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ نَبِيَّنَا. فَقَالَ بَنَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ كَمَا خَرَفُوا
كِتَابَهُمْ- لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَتَّخِذَ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ
تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

হযরত মুয়ায (রাঃ) সিরিয়া গিয়েছিলেন। তথায় তিনি খৃষ্টানগণকে তাদের পাদরী ও সন্যাসীদেরকে আর ইহুদীগণকে তাদের আলেম ও আবেদগণকে সিজ্দা করতে দেখতে পান। ওদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- এ রকম কেন কর? তারা বললো-ওটা তাদের নবীদের প্রতি সম্মান বোধ। হযরত মুয়ায বললেন- তাহলে তো আমাদেরও একান্ত উচিৎ যে আমাদের নবীকে সিজ্দা করা। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- ওরা নিজেদের নবীদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়, যেমন তারা তাদের কিতাব পরিবর্তন করে ফেলেছে। আমি যদি কাউকে কারো প্রতি সিজ্দা করতে বলতাম, তাহলে স্ত্রীকে স্বামীর অপরিসীম হকের কারণে সিজ্দা করার নির্দেশ দিতাম। ইমাম হাকেম একে সহীহ হাদীছ বলেছেন।

১৫ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ মসনদে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা মুসান্নেফে ও ইমাম তিবরানী কবীরে হযরত মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

إِنَّهُ لَمَّا رَجَعَ الْيَمَنَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْيَمَنِ
يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلَا نَسْجُدُكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ
أَمْرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

তিনি (মুয়ায রাঃ) ইয়ামন থেকে প্রত্যাবর্তন করে হুযুর সমীপে আরয কররেন, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি ইয়ামনের লোকদের মধ্যে একে অপরকে সিজদা করতে দেখেছি। তাই আমরা কি আপনাকে সিজদা করতে পারি না? হুযুর (দঃ) ইরশাদ ফরমালেন- আমি যদি কোন মানুষকে কোন মানুষের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকেই বলতাম স্বামীকে সিজদা করতে।

এটা সহীহ হাদীছ। এর সমস্ত রাবী বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ বর্ণনা কারী। এটা এবং এর আগে বর্ণিত হাদীছ উভয়টা সহীহ। নিশ্চয় এর পিছনে দু'টি ভিন্ন ঘটনা রয়েছে। প্রথমবার তিনি সিজদা করতে দেখে এসে হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছেন যার জন্য হুযুর আলাইহিস সালাম নিষেধ ফরমায়েছেন। দ্বিতীয়বার ইয়ামনবাসীকে দেখে এসে তিনি হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজদা করার মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন অথবা হুযুরের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন এবং যার কারণে প্রথমবারের মত সিজদা করেন নি। কেবল অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বারণ করা হয়েছে। **اللّٰهُ اعْلَمُ**

১৬ নং হাদীছঃ আবু দাউদ, সুনানে তিবরানী ও কবীর, হাকেম ও বায়হাকীতে হযরত কায়স ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ. فَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ لِمُرْزَبَانَ لَهُمْ. فَقُلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ أَسْجُدَ لَهُ. قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ. فَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ لِمُرْزَبَانَ لَهُمْ. فَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِىَ أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ؟ قُلْتُ لَا- قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ السَّنَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

আমি হিরা শহরে (কুফার কাছে) গিয়েছিলাম। ওখানকার লোকদেরকে দেখলাম যে তারা তাদের রাজাকে সিজদা করে। আমি মনে মনে ভাবলাম

হযূর আলাইহিস সালাম সিজ্দার অধিক উপযোগী। আমি হযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। তিনি ইরশাদ ফরমালেন- আচ্ছা-তোমরা যদি আমার মাযারের পার্শ্ব দিয়ে যাও, তাহলে কি সিজ্দা করবে? আমি আরয় করলাম, না। তখন তিনি ইরশাদ ফরমালেন- তাহলে সিজ্দা করো না। আমি যদি কাউকে কারো প্রতি সিজ্দা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে বলতাম তাদের স্বামীকে সিজ্দা করতে সেই অধিকারের কারণে যা তাদের উপর ওদের রয়েছে। আবু দাউদ এ হাদীছটাকে হাসান বলেছেন, হাকেম সুপ্নভাবে সহীহ হাদীছ বলেছেন এবং যাহবী তলখীস গ্রন্থে তা-ই বলেছেন।

১৭ নং থেকে ২১ নং হাদীছঃ তিবরানী মুজেমুল কবীরে এবং জিয়া সহীহ মুখতারে যায়েদ ইবনে আরকম থেকে এবং তিরমিযী জামে কিতাবে সরাকা ইবনে মারেক ইবনে জাশম, তলক ইবনে আলী উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে অন্য হাদীছের সাথে সংযুক্তভাবে বর্ণিত আছে হযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا اخْتَأْتُ لَأَسْجُدُ لِأَخِي لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

যদি আমি কাউকে কারো প্রতি সিজ্দা করার নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম, তাহলে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম নিজের স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য।

২২ নং হাদীছঃ আবদ ইবনে হামিদ হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযূর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করার অনুমতি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-“তোমাদেরকে কি কুফরীর নির্দেশ দিব”? এ হাদীছটি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মাদারেক শরীফ হযরত সালমান ফার্সী থেকে বর্ণিত আছে তাঁরা হযূর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করতে চেয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَا يَنْبَغِي لِخَلْقٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى.

কোন মখলুকের উচিত নয় যে, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্দা

করা।

তাফসীরে কবীরে ইমাম সুফিয়ান ছুরী সমাক ইবনুল হাই থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ دَخَلَ الْجَائِلِيْقُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَارَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَسْجُدْ لِلَّهِ وَلَا تَسْجُدْ لِي.

আমীরুল মুমেনীন হযরত মওলা আলী (রাঃ) এর দরবারে খৃষ্টান বাদশাহর জনৈক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে সিজ্দা করতে চাইলেন। তখন মওলা আলী বললেন আমাকে সিজ্দা করো না, আল্লাহকে সিজ্দা কর।

২৩ নং হাদীছঃ জামে তিরমিযীতে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হানযালা ইবনে উবায়দুল্লাহ থেকে এবং সুনানে ইবনে মাজায় জরির ইবনে হাযেমের মাধ্যমে হানযালা ইবনে আবদুর রহমান দাওসী থেকে এবং শরহে মায়ানীল আছারে হাম্মাদ ইবনে সালমা থেকে হাম্মাদ ইবনে যুবায়র, ইয়াজিদ ইবনে যরি ও আবি হালাল প্রমূখ হনযালা দুসী আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ صَدِيقًا يُنْحِنِي لَهُ قَالَ لَا

জনৈক সাহাবা আরয করলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজের ভাই এর সাথে বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে, তখন কি ওর জন্য মাথা নত করবে? হযূর ইরশাদ ফরমালেন- না। তাহাবী শরীফে এ রকম বর্ণিত আছে-

اللَّهُمَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُنْحِنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْقَيْنَا قَالَ لَا.

সাহাবীগণ আরয করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ আমরা সাক্ষাতের সময় একে অপরের জন্য কি মাথানত করতে পারি? হযূর ইরশাদ ফরমালেন- না। ইমাম তিরমিযী এ হাদীছটিকে হাসন বলেছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের হাদীছ

(কবরের দিকে সিজদা করার নিষেধাজ্ঞা)

২৪ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম তাহাবী আবু মুরছেদ গনুবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

কবরের দিকে নামায পড় না এবং এর উপর বস না।

২৫ নং হাদীছঃ তিবরানী মুজেমুল কবীরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ.

কবরের দিকে (মুখ করে) নামায পড়া থেকে হুযূর আলাইহিস সালাম নিষেধ করেছেন। আল্লামা মুনাদি এ হাদীছের সনদ সহীহ বলেছেন।

২৭ নং হাদীছঃ আবুল ফরজ কিতাবুল আললে রশীদীন ইবনে কবির তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَلَا لَا يُصَلِّينَ أَحَدًا إِلَى أَحَدٍ وَلَا إِلَى قَبْرِ.

সাবধান! নামাযে যেন কখনও কোন ব্যক্তির দিকে বা কবরের দিকে মুখ করা না হয়।

২৮ নং হাদীছঃ ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে সংযুক্তভাবে এবং ইমাম আহমদ আবদুর রজ্জাক আবু বকর ইবনে আবি শায়বা ওকী ইবনে জরাহ ইমাম বুখারীর উস্তাদ আবু নঈম এবং ইবনে মনি সনদ সহকারে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

رَأَيْتُنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَنَا أُصَلِّي إِلَى قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرِ أَمَامَكَ فَتَهَانِي وَفِي رِوَايَةٍ لِلْوَكَيْعِ قَالَ لِي لِقَبْرِ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ وَفِيهِ رِوَايَةُ الْفَضْلِ بْنِ وَكَيْتٍ فَنَادَاهُ

الْقَبْرِ الْقَبْرِ. فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى وَجَاوَزَ الْقَبْرَ.

আমাকে হযরত আমীরুল মোমেনীন ফারুকে আযম একটি কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন- তোমার সামনে কবর। তাই তিনি আমাকে ঐ দিকে মুখ করে নামায পড়তে বারণ করেন। ওকী'র এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে তিনি আওয়াজ দিলেন ওদিকে কবর আছে। কবর থেকে দূরে থাক। ওদিকে মুখ করে নামায পড় না। তখন তিনি নামাযের মধ্যে কদম বাড়িয়ে কবরের সামনে চলে গেলেন।

২৯ নং হাদীছঃ আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী উম্মুল মুমেনীন হযরত সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أُدْخِلُوا عَلَيَّ أَصْحَابِي فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنَّعٌ بِبُرْدٍ مَعْفَرِيٍّ فَكَشَفَ الْقِنَاعَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

হযর আলাইহিস সালাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় নির্দেশ দিলেন আমার সাহাবীগণকে আমার সামনে উপস্থিত কর। সাহাবীগণ উপস্থিত হলে হযর আলাইহিস সালাম মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে ইরশাদ ফরমালেন- ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লানত কেননা তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদাগাহ বানিয়েছে।

৩০ নং হাদীছঃ ইমাম মালেক, মুহাম্মদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

হযর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান আল্লাহ তাআলা ইহুদী খৃষ্টানকে ধ্বংস করেছে। কেননা তারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।

৩১ নং হাদীছঃ ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইমাম আবদুর রাজ্জাক মুসান্নেফে এবং ইমাম দারমী সুনানে উম্মুল মুমেনীন ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَمَّا نَزَلْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ
يَطْرَحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ
وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا.

রুহ মুবারকের সকরাতে সময় হুযূর আলাইহিস সালাম চাদর পবিত্র মুখের উপর রাখতেন। যখন অসহ্য অনুভব করতেন সরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমান ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি খোদার লানত। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সতর্ক করা হচ্ছে আমার মাযারের সাথে যেন এ রকম করা না হয়।

৩২ নং হাদীছঃ ইমাম বযার মসনদে হযরত আমীরুল মুমেনীন আলী (কঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِذْ ذُنَّ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذْنْتُ لِلنَّاسِ
عَلَيْهِ فَقَالَ لَعْنُ اللَّهِ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا
ثُمَّ اغْتَمَى عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ. قَالَ يَا عَلِيُّ أَذْنُ لِلنَّاسِ فَأَذْنْتُ
لَهُمْ فَقَالَ لَعْنُ اللَّهِ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا
ثَلَاثًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ.

হুযূর আলাইহিস সালাম অন্তিম রোগের সময় আমাকে বলেছেন- জনগণকে আমার সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি দাও। আমি অনুমতি দিলাম। যখন জনগণ উপস্থিত হলেন তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন ঐ ধরনের প্রত্যেক কউমের প্রতি খোদার লানত, যারা নিজেদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজ্দাগাহে পরিণত করেছে। অতঃপর হুযূর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। পুনরায় যখন জ্ঞান ফিরে আসে ইরশাদ ফরমান, হে আলী জনগণকে আমার সামনে উপস্থিত হবার অনুমতি দাও। আমি অনুমতি দিলাম। পুনরায় ইরশাদ ফরমালেন সেই কউমের প্রতি খোদার লানত যারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজ্দাগাহে পরিণত করেছে। এর রকম তিন বার বলেছেন।

ইমাম তিবরানী কবীরে মজবুত সনদ সহকারে এবং আবু নঈম মাযারেফাতুস সাহাবা ও জিয়া সহীহ মুখতারা গ্রন্থে উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ادْخُلُوا عَلَيَّ أَصْحَابِي فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَّقِنٌ بِبُرْدٍ مَغْفِرِي فَكَشَفَ الْقِنَاعَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

হযূর আলাইহিস সালাম অন্তিম রোগের সময় ইরশাদ ফরমান আমার সাহাবীদেরকে আমার সামনে উপস্থিত কর। সবাই যখন উপস্থিত হলেন, হযূর পবিত্র চেহারা মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে ইরশাদ ফরমালেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি খোদার লানত কেননা তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজ্দাগাহে পরিণত করেছে।

৩৪ নং হাদীছঃ ইমাম আহমদ ও তিবরানী মজবুত সনদ সহকারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تَذَرُكُهُمُ الشَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ .

সমস্ত লোক থেকে নিশ্চয়ই ওরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাদের বর্তমান অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরকে সিজ্দার স্থানে পরিণত করেছে।

৩৫ নং হাদীছঃ হযরত আবদুস রাজ্জাক মুসান্নেফ গন্থে মাওলা আলী (কঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন হযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

نِكْرُطُ لَوْكَ هِجْجَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ تَارَا, يَارَا كَبْرَكَ سِجْدَاغَاهِ پَرِئِئَات كَرِهَ .

৩৬ ও ৩৭ নং হাদীছঃ সহীহ মুসলিমে ইবনে জুনদুব থেকে এবং মু'জেমে তিবরানীতে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ أَلَا أَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا

يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا فَلَا يَتَّخِذُوا
الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

আমি হযূর আলাইহিস সালামকে তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি-
সাবধান! তোমাদের আগের লোকেরা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজ্দাগাহে পরিণত করেছিল।
তোমরা এ রকম করো না। আমি তোমাদেরকে এর থেকে একান্তভাবে বারণ করছি।

বিঃদ্রঃ শরহে মুনতাকীতে জুনদুবের হাদীছ প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে যে এ হাদীছের বিষয়
বস্তুর অনুরূপ আল্লামা তিবরানী মজবুত সনদসহকারে য়ায়েদ ইবনে ছাবেত, আল্লামা বযার মসনদ
এছাড়া আবু উবাইদাহ ইবনুল জুরাহ এবং ইবনে আদি কামেল এছাড়া আবু উবাইদাহ ইবনুল জুরাহ এবং
ইবনে আদি কামেল এছাড়া জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব উল্লেখিত
বক্তব্যের সমর্থনে আরও তিনটি হাদীছ পাওয়া গেল।

৩৮ নং হাদীছঃ আকেলী সাহল ইবনে আবি সালাহের মাধ্যমে আবু হুরাইরা থেকে
বর্ণনা করেছেন- হযূর আলাইহিস সালাম দুআ করেছেন-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

হে আল্লাহ! আমার মাযারকে মূর্তিতে পরিণত হতে দিওনা। ওদের উপর আল্লাহর লানত,
যারা নিজেদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৩৯ নং হাদীছঃ ইমাম মালেক মুতা এছাড়া আতা ইবনে ইয়াসার থেকে সংযুক্ত ভাবে
এবং ইমাম বযার মসনদে আতা ইবনে ইয়াসারের মাধ্যমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে সংযুক্ত
ভাবে বর্ণনা করেছেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

اِسْتَدَّ غَضَبَ اللَّهِ تَعَالَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

সেই কউমের প্রতি আল্লাহর কঠিন গজব, যারা নিজেদের নবীগণের
কবরসমূহকে সিজ্দাগাহ বানিয়েছে।

৪০ নং হাদীছঃ হযরত আবদুর রাজ্জাক মুসান্নেফ এছাড়া আমর ইবনে
দিনার থেকে সংযুক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন হযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ

ফরমায়েছেন-

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .

বনী ইসলাইল তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজ্দাগাহ বানিয়ে ছিল। তাই তাদের উপর খোদার লানত পতিত হয়েছে।

বিগ্ধঃ আল্লামা কাজী বয়জাবীতে, আল্লামা তায়বী শরহে মিশকাতে এবং মোল্লা আলী কারী মিরকাতে লিখেছেন-

كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا
قِبْلَةً وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا فَقَدْ اتَّخَذَوْهَا أَوْثَانًا
فَلِذَاكَ لَعَنَهُمُ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ .

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের নবীদের মাযার সমূহকে সিজ্দা করতো এবং ও গুলোকে কেবলা মনোনীত করে নামাযে ঐ দিকে মুখ করতো। তারা ও গুলোকে মূর্তিতে পরিণত করেছিল। তাই হুযূর আলাইহিস সালাম ওদের প্রতি লানত দিয়েছেন এবং মুসলমানগণকে এরূপ করা থেকে বারণ করেছেন।

মুজমাউল বিহারিল আনোয়ারে বর্ণিত আছে-

كَانُوا يَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَسْجُدُونَ إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ كَالْوَثَنِ .

নবীগণের মাযারসমূহকে কেবলা পরিণত করে নামাযে সেদিকে সিজ্দা করতো মূর্তি পূজার মতো।

তাইসীর ও সিরাজে মুনীর শরহে জামে সগীরে বর্ণিত আছে হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে যে ওরা মাযার সমূহকে সিজ্দার দিক ধার্য করেছিল। ইমাম ইবনে হাজার মক্কীর যওয়াজেরে বর্ণিত আছে-

اتَّخَذَ الْقُبُورَ مَسْجِدًا مَعْنَاهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ .

কবরকে সিজ্দাগাহ পরিণত করার অর্থ হচ্ছে এর উপর বা এর দিকে মুখ করে নামায পড়া। আল্লামা তুর পিশতী শরহে মাসাবিহে উভয় প্রকৃতির কথা বর্ণনা করেছেন-

প্রথমতঃ ইবাদতের নিয়তে নবীগণের সম্মানার্থে কবরের দিকে সিজ্দা করতো, দ্বিতীয়তঃ নামাযের সময় ওদিকে সিজ্দা করতো। অতঃপর বলেন উভয় ধরণই অপছন্দনীয়।

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী লমআত গন্তে উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন- (শেখের অভিমতও অনুরূপ) وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ أَيْضًا مِثْلَهُ

শরহে ইমাম ইবনে হাজর মক্কীতেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তাই প্রমাণিত হলো যে, কবরকে সিজ্দা করা বা কবরের দিকে সিজ্দা করা উভয়টাই হারাম।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীছসমূহ দ্বারা তাই প্রতিভাত হয়েছে এবং এ দু'ধরণের আচরনের বেলায় কাঠোর হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে।

তবে দ্বিতীয় ধরণের আচরনটা অধিক প্রযোজ্য। ইহুদীদের বেলায় খোদা ভিন্ন অন্য কারো ইবাদতের কোন প্রমাণ নেই। এ জন্য উলামাগণ ইহুদীদের থেকে খৃষ্টানগণকে নিকৃষ্ট বলেছেন। কেননা খৃষ্টানগণ খোদার একত্বকে অস্বীকার করে এবং ইহুদীরা কেবল রেসালতকে অস্বীকার করে। দুর্বল মুখতারে আছে . النَّصْرَانِيُّ شَرُّ مِنَ الْيَهُودِ فِي الدَّارَيْنِ . (উভয় জাহানে খৃষ্টানগণ ইহুদীদের থেকে নিকৃষ্ট) রদ্দুল মুখতারে বযাযিয়া থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

لَإِنَّ نِزَاعَ النَّصَارَى فِي آلِهَاتٍ وَنِزَاعَ الْيَهُودِ فِي النَّبَوَاتِ .

ইমাম মুহাম্মদ তার মুআজ গ্রন্থে হাদীছ সমূহে দ্বিতীয় ধরণের আচরণকে কবরের দিকে সিজ্দা বোঝানো হয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তার কিতাবে باب القبر يتخذ مسجداً او يصلى اليه

নামে একটি অধ্যায়ে খাড়া করিয়েছেন এবং তথায় হযরত আবু হুরাইরার এ হাদীছটিকে উত্থাপন করেছেন-

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

তৃতীয় অধ্যায়

দেড়শ ফিকহী দলীল দ্বারা তাজিমী সিজদা হারাম প্রমাণিত

এটাও দু'পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ তিন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে কেবল সিজদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ গায়র খোদার জন্য সিজদা হারাম। খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা হারাম প্রসঙ্গে সবাই একমত। আমাদের মতও তা-ই। তবে কুফরী হওয়া সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত ছয় ধরনের ভাষ্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

১) খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী, যদি বাহ্যতঃ তা প্রতিভাত হয়।

২) খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা সাধারণতঃ কুফরী, যদি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তা প্রমাণিত হয়।

৩) জোর পূর্বক সিজদা করলে কুফরী নয়, তা নাহলে প্রথম দু'প্রকারেও শর্তহীন অবস্থায় কুফরী ধরে নিতে হয়।

৪) গায়রুল্লাহর নিয়ত করে সিজদা করলে কুফরী এবং আল্লাহর নিয়ত করে বা কোন নিয়ত না করে সিজদা করলে কুফরী নয়।

৫) ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা কুফরী কিন্তু তাজিমের নিয়তে সিজদা করলে বা কোন নিয়ত না করলে কুফরী নয়।

৬) যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা মূলতঃ কুফরী নয়। এটাই বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও সঠিক অভিমত। কুফরী বলা হলেও তা আকৃতিগত কুফরীই ধরে নিতে হবে। যাক এবার দলীল সমূহ

সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১) ইমাম ফখরউদ্দীন যায়লয়ী তবয়ীনুল হাকায়েকের প্রথম খন্ড ২০২ পৃষ্ঠায় (২) মুহাক্কেক ইব্রাহীম হলবী গুনয়াতুল মুসতমলীর ২৬৬ পৃষ্ঠায় এবং (৩) আল্লামা সৈয়দ আবুসাউদ আযহারী ফতহুল মঈনের প্রথম খন্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

التَّوَاضُّعُ نِهَآئَةً تَوْجِدُ فِي السُّجُودِ وَلِهَذَا الْوَسْجُدُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى يُكْفَرُ.

বিনয়ের শেষ পর্যায় হচ্ছে সিজ্দা। এ জন্য খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্দা করা কুফরী। (৪) নিসাবুল ইহতিসাব (কলমী) এর ৪৯ অধ্যায় এবং (৫) কেফায়াতে শাবী থেকে বর্ণিত আছে-

إِذَا سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى يُكْفَرُ لِأَنَّ وَضْعَ الْجِبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى.

খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্দা করা কুফরী। কারণ খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য কপাল মাটিতে রাখা নাজায়েজ।

(৬) ইমাম সরখসীর মবসুত গ্রন্থে এবং (৭) তার থেকে জামেউর রমুয গ্রন্থে ৫৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

مَنْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كُفْرًا.

খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে তাজিমী সিজ্দাকারী কাফির (৮) মনহুর রাউজুল আযহার ফি শরহে ফিকহিল আকবর গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَضْعُ الْجَبِينِ أَقْبَحُ مِنْ وَضْعِ الْخَدِّ فَيُنْبَغِي أَنْ لَا يُكْفَرُ إِلَّا لَوْضَعِ الْجَبِينِ كَوْنٌ غَيْرِهِ لِأَنَّ هَذِهِ سَجْدَةٌ مُخْتَصَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى.

জমীনের উপর মাথা রাখা কপাল রাখা থেকে নিকৃষ্ট। তাই কারো উচিত নয় যে এধরণের কুফরী আচরণ করে। সিজ্দা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

৯) আল্লামা কুহস্তানী শরহে নেকায়া গ্রন্থের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় (১০) মুজমেউল আনহার শরহে মূলতকীউল আবহার গ্রন্থের (২য় খন্ড) ২২০ পৃষ্ঠায় ফতওয়ায়ে জ

হিরিয়া থেকে এবং (১১) রদ্বুল মুখতারের (৫ম খন্ড) ৩০৮ পৃষ্ঠায় জামেউর রমুয থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে- **يَكْفُرُ بِالسُّجْدَةِ مُطْلَقًا**। গায়রুল্লাহকে সিজদা করার ফলে সাধারণভাবে কাফির হয়ে যাবে।

ইমাম আয়নীর ইখতেসার ও মোল্লা আলী কারীর সংকলন থেকে উদ্ধৃত ফতওয়ায়ে জহিরিয়ার উপরোক্ত বক্তব্য জোরালো নয়। কারণ একে কতেকের অভিমত বলা হয়েছে, অর্থাৎ কেউ কেউ সাধারণভাবে কুফরী বলেছেন। তাই আমরা এখানে জহিরার বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে পারি না।

১২) আল্লামা ইত্তেকানী গায়েতুল বয়ানের **الكراهية** অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন-

أَمَّا السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ كُفْرٌ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ।
জোর জবরদস্তি ছাড়া খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করা কুফরী।

১৩) মনহুর রাউজের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَلَوْ سَجَدَ بِغَيْرِ الْإِكْرَاهِ يَكْفُرُ عِنْدَهُمْ بِإِخْلَافٍ।

যদি কেউ জোর জবরদস্তি ছাড়া কাউকে সিজদা করলো, তাহলে উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমতে সে কাফির হয়ে গেলো। এখানে সর্বসম্মতির দাবীটা যথোপযুক্ত নয়।

প্রথমতঃ ইবাদতের নিয়ত ও তাজিমের নিয়তের সিজদার মধ্যে পার্থক্যের যে বিশ্লেষণ রয়েছে তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য এবং এ প্রসঙ্গে সামনে অনেক দলীলাদি উত্থাপন করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব সূরী অনেক বিশিষ্ট ফিকাহবিদ জোর জবরদস্তি ছাড়াও তাজিমী সিজদা কুফরী নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফতওয়ায়ে কুবরা, কযানাতুন মুফতিয়ীন, এমন কি গায়েতুল বয়ানেও উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করার পর উল্লেখিত আছে-

فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ إِذَا كَانَ حَائِفًا لَا يَكُونُ كُفْرًا فَعَلَى هَذَا وَالْقِيَّاسِ مِنْ سَجْدِ عِنْدِ السَّلَاطِينِ

عَلَىٰ وَجْهِ التَّحِيَّةِ لِأَيِّصِيرُ كَافِرًا.

জামেউল ফসুলীনের ২য় খন্ডে বর্ণিত আছে-

فَهَذِهِ تَوْيِدٌ مَّامِرٌ أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ تَكْرِيْمًا لَا يَكْفُرُ.

তৃতীয়তঃ স্বয়ং মোল্লা আলী কারীর বক্তব্যের মধ্যেও উল্লেখিত আছে যে, তিনি রাওজা পাকে সিজ্দাকে হারাম বলেছেন, কুফরী বলেননি। চতুর্থতঃ ২৭নং দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিছুসংখ্যক আলেম গায়রুল্লাহর সিজ্দাকে কুফরী বলেছেন। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম কুফরী নয় বলেছেন। তাই ঐক্যমতের কথাটা অবাস্তব, এবং সেই উক্তিটাকে আদৌ প্রাধান্য দেয়া হয়নি বরং দুর্বল গণ্য করা হয়েছে।

১৪) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী আলামু বেকওয়াতেয়িল ইসলাম গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

عَلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ السَّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْغَيْرِ مِنْهُ مَا هُوَ كُفْرٌ
وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَامٌ غَيْرُ كُفْرٍ. فَأَلْكَفُرُ أَنْ يَقْصِدَ السَّجُودَ
لِلْمَخْلُوقِ وَالْحَرَامُ أَنْ يَقْصِدَ لِلَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا بِهِ ذَلِكَ
لِلْمَخْلُوقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهُ بِهِ أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ قَصْدٌ.

উলামায়ে কিরামের উক্তি থেকে প্রতিভাত হলো যে, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্দা করা কুফরী। আবার কোন সময় কেবল হারাম। কুফরী হচ্ছে তখনই, যখন মখলুকের জন্য সিজ্দার নিয়ত করে এবং হারাম হচ্ছে তখনই, যখন সিজ্দার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ কিন্তু মখলুককে করে তাজিম স্বরূপ। অথবা মূলতঃ কোন উদ্দেশ্য না থাকে।

১৫) জময়াহেরাল ইখলাতি কিতাবের الاستحان অধ্যায়ে (১৬) হিন্দিয়া কিতাবের ৩৬৮ ও ৩৬৯ পৃষ্ঠায় এবং (১৭) নিসাবুল ইহতিসাব কিতাবের ৫৯ পর্বে (১৮) বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম আবুজাফর হিন্দুয়ানী থেকে বর্ণিত আছে-

وَهَذَا لَفْظُ النَّصَابِ وَهُوَ أَمُّ مَنْ قَبَّلَ الْأَرْضَ بَيْنَ أَيْدِي

السُّلْطَانِ أَوْ الْأَمِيرِ أَوْ سَجَدَ لَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ
التَّحِيَّةِ لِيُكْفَرُوا لَأَكْنَ يُصْنِرُ إِثْمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ وَإِنْ كَانَ
سَجَدَ بِنِيَّةِ الْعِبَادَةِ لِلْسُّلْطَانِ أَوْ لَمْ تَحْفِزْهُ النِّيَّةُ فَقَدْ كَفَرَ.

যে, বাদশাহ বা সরদারের সামনে জমীনে চুমু দিল অথবা সিজ্দা করলো যদি তা সম্মানার্থক হয়ে থাকে, কুফরী হলো না তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হলো। আর যদি বাদশাহের পূজা বা ইবাদতের নিয়তে করে থাকে এবং সেসময় তাজিমের কোন নিয়ত না থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে গেছে।

১৯) ইমাম জহিরুদ্দীন মরগিনায়ীর ফত্বায়ার কিতাবে (২০) ইমাম আইনী কর্তৃক উক্ত কিতাবের সংক্ষিপ্তসারে, (২১) গময়ুল উ'যুন ওয়াল বসায়ের কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় (২২) ফত্বায়ে খুলাসা এবং (২৩) মনহুর রাউজের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَهَذَا لَفْظُ الْإِمَامِ الْعَيْنِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ مُطْلَقًا قَالَ
أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ عَلَى وَجْهِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعِبَادَةَ كَفَرَ وَإِنْ
أَرَادَ بِهِ التَّحِيَّةَ لَا يَكْفُرُهُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
إِرَادَةٌ كَفَرَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

গায়রুল্লাহর সিজ্দাকে কেউ কেউ শর্তহীনভাবে কুফরী বলেছেন এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি আকৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী আর যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী নয়। তবে হারাম এবং যদি কোন নিয়তই না থাকে, তাহলে অধিকাংশ ইমামগণের মতে কুফরী।

ফত্বায়ে খুলাসার ইবারত হচ্ছে নিম্নরূপ-

إِمَامُ السَّجْدَةِ لَهُؤُلَاءِ الْجَبَابِرَةِ فَهِيَ كَبِيرَةٌ وَهَلْ يَكْفُرُ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ (وَفِي نُسْخَةِ الطَّبَعِ
أَكْثَرُهُمْ) الْمَسْئَلَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ إِنْ أَرَادَ بِهَا الْعِبَادَةَ
يَكْفُرُ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا التَّحِيَّةَ لَا يَكْفُرُ قَالَ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَالَ

فِي سَيْرِ الْفِتَاوَى وَالْأَصْلِ.

ওসব বাদশাদেরকে সিজ্দা করা গুনাহে কবীরা আর কাফির হবে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে কিন্তু অনেকেই বলেন যে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কাফির হয়ে যাবে এবং যদি তাজীমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কাফির হবে না। এটা সেই মাসআলার অনুরূপ, যা ফত্বওয়ার কিতাব *كتاب السير* এ বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মবসুতে বর্ণিত আছে ইমাম মোল্লা আলী কারী একে হুবহু নকল করেছেন। খুলাসা কিতাবে বর্ণিত আছে-

مَنْ سَجَدَ لَهُمْ إِنْ أَرَادَ بِهِ التَّعْظِيمَ أَيْ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَفَرَ
وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّحِيَّةَ اخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ وَهَذَا هُوَ
الْأَظْهَرُ وَفِي الظَّهْرِيَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْفَرُ مُطْلَقًا.

যে ব্যক্তি ওদেরকে সিজ্দা করলো, যদি তাজীমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে (অর্থাৎ খোদাকে তাজীম করার অনুরূপ)। তাহলে কাফির হয়ে গেছে। আর যদি কেবল সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে কাফির হবে না বলে কিছুসংখ্যক উলামা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটাই সুস্পষ্ট। ফত্বওয়ায়ে জহিরিয়াতে আছে কেউ কেউ বলেছেন যে, শর্তহীন ভাবে কাফির হয়ে যাবে।

২৪) ইমাম সদরুশ শহীদ শরহে জামে সগীরে (২৫) তাঁর থেকে ইমাম সময়ানী খয়ানতুল মুফতীন কিতাবের *كتاب الكراهية* অধ্যায়ে (২৬) জ ওয়াহেরুল ইখলাতির *الاستحسان* অধ্যায়ে (২৭) আলমগীরীর ২য় খন্ডের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় (২৮) জামেউল ফছুলীনের ৫ম খন্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় (২৯) মুজমেউল নওয়াযেলে, (৩০) মরমুযে, (৩১) জামেউর রমুযের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় (৩২) মুহীতে (৩৩) জামেউল ফসুলীনের ৩১৪ পৃষ্ঠায় এবং (৩৪) মুজমেউল আনহারের দ্বিতীয় খন্ডে ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

مَنْ قَبَّلَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ سَجَدَ لَهُ
فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ أَرْتُكِبُ الْكَبِيرَةَ.

যে ব্যক্তি বাদশাহ বা কোন সরকারের সামনে জমীন চুমু দিল বা সিজ্দা করলো, তা যদি সম্মান সূচক হয়ে থাকে, কাফির হবে না, তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। এ ইবারতটি ইমাম সদরুশ শহীদে'র জামেউর রুমুজ ইত্যাদিতে এ ভাবে বর্ণিত আছে-

لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ كَبِيرَةٌ اَرْتَا ۽ جَمِيْنٌ جُمُو دِيَا ۽ تَا جِيْمِي سِي جِدَا كَرَا نَا جِيَا يَسُ ۽ كَبِيْرَا جُنَا هُ . جُو يَا هِي ۽ هِنْدِيَا تِي ۽ رَكَمٌ بَرْنِي تٌ اَرْتَا ه-

لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يَأْتُمُ بِإِرْتِكَابِهِ الْكَبِيرَةَ هُوَ الْمَخْتَارُ .

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে জমীন চুমু ও তাজিমী সিজ্দার দ্বারা কাফির হবে না কিন্তু কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। জামেউল ফসুলীনের দ্বিতীয় উক্তিটা হচ্ছে-

اِثْمٌ لَوْ سَجَدَ عَلَىٰ وَجْهِ التُّحِيَّةِ لِإِرْتِكَابِ مَا حُرِّمَ .

তাজিমী সিজ্দা দ্বারা গুনাহগার হবে, কারণ সে হারাম কাজ করেছে। মুজ মেউল আনহারের ভাষ্যটি হচ্ছে-

مَنْ سَجَدَ لَهُ عَلَىٰ وَجْهِ التُّحِيَّةِ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يَصِيْرُ اِثْمًا مُرْتَكِبًا لِّلْكَبِيْرَةِ .

তাজিমী সিজ্দার দ্বারা কাফির হবে না, তবে গুনাহগার ও কবীরা গুনাহকারী হিসেবে বিবেচ্য হবে। (৩৫) দুর্ল মুখতারের كتاب الخطر অধ্যায়ের فصل البيع পরিচ্ছেদে এবং (৩৬) মজমউল আনহারের উল্লেখিত স্থানে বর্ণিত আছে-

وَهَلْ يَكْفُرُ اِنْ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيْمِ كَفَرَ وَاِنْ عَلَىٰ وَجْهِ التُّحِيَّةِ لِاَوْصَارِ اِثْمًا مُرْتَكِبًا لِّلْكَبِيْرَةِ .

এর ফলে কাফির হবে কি না? যদি ইবাদত ও তাজিমের জন্য করা হয়, তাহলে কাফির এবং যদি সম্মানবোধক হয়, তাহলে কাফির হবে না। তবে অপরাধী ও গুনাহে কবীরার ভাগী হবে। (৩৭) আল্লামা ইবনে আবেদীন ফতওয়ায়ে শামীর ৫ম খন্ডে দুর্ল মুখতারের উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন-

تَلْقِيْقُ الْقَوْلَيْنِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ ، وَذَكَرَ الصَّدْرُ

الشَّهِيدِ إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِهَذَا السُّجُودِ، لَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّحِيَّةَ
وَقَوْلُ شَمْسِ الْأَيْمَةِ السَّرْحَسِيِّ إِنْ كَانَ لَغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كُفْرًا.

অর্থাৎ এখানে দুধরণের বর্ণনা রয়েছে-এক তাজীমী সিজ্দা কুফরী, এটা শামশুল আইম্যা সরখসী (রহঃ) এর অভিমত। দুই অভিবাদন মূলক সিজ্দা কুফরী নয়। এটা ইমাম সদরুশ শহীদেদের অভিমত। ব্যাখ্যাকার উভয়ের বক্তব্য থেকে এক এক অংশ নিয়ে এ ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যদি তাজীমী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী এবং যদি অভিবাদন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী নয়।

ইমাম সদরুশ শহীদ অভিবাদন মূলক সিজ্দাকে কেবল কুফরী নয় বলেছেন কিন্তু কবীরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, যা ইতিপূর্বে ২০ নং দলীলে উল্লেখিত হয়েছে। তাজীম শব্দটা কোন কোন সময় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। তখন অভিবাদনকে তাজীম বলা হয়। তখন তাজীম ও অভিবাদনকে ইবাদতের বিপরীত একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কোন কোন সময় তাজীম বলতে খোদার তাজীমের অনুরূপ তাজীমকে বোঝানো হয়। যেমন ৩১ নং দলীলে মনহুর রউজের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত আছে তখন সেই তাজীম ইবাদতের সমতুল্য। শামশুল আইম্যার উক্তির এটাই ভাবার্থ।

(৩৮) ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসল (৩৯) ফতুয়ায়ে কিতাবুস সাইর, (৪০) ফতুয়ায়ে খুলাসার الفاظ الكفر অধ্যায়ে ফতুয়ায়ে গিয়াছিয়ার ১০৭ পৃষ্ঠায় (৪২) মুহিত (৪৩) ফিকহে আকবর, (৪৪) নিসাবুল ইহতিসাবের ৪৯ অধ্যায়ে (৪৫) ওজীযের ২য় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠা, (৪৬) ইখতিয়ার শরহে মুখতার ও (৪৭) মূলতকী ২য় খন্ডের ৫২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

إِذَا قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِسَلَامٍ أَسْجَدَ لِلْمَلِكِ وَالْأَقْتَلْنَاكَ
فَالْأَفْضَلُ لَا يَسْجُدُ لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ صُورَةٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَأْتِيَ
بِمَاهُو كُفْرٌ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ.

যদি কোন সশস্ত্র কাফির কোন মুসলমানকে বলে-বাদশাহকে সিজ্দা কর,

নচেৎ আমি তোমাকে হত্যা করবো। তখন সিজ্দা না করাটা উত্তম। কারণ এটা দৃশ্যতঃ কুফরী, যদিও বা জোর জবরদস্তি মূলক অবস্থা হয়ে থাকে।

(৪৮) ফতওয়ায়ে ইমাম কাজী খান ৪র্থ খন্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠায়, (৪৯) ফতওয়ায়ে হিন্দীয়া ৫ম খন্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠায় (৫০) আশবাহ ওয়াল নজায়ের প্রথম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ (৫১) হাদিকায়ে নদিয়া ১ম খন্ড ৩৮১ পৃষ্ঠায় (৫২) খয়ানাতুল মুফতীনের *كتاب الكراهية* অধ্যায়ে (৫৬) ফতওয়ায়ে কুবরায় (৫৪) ইমাম নাতেকীর ওয়াকিয়াত কিতাবে (৫৫) ইয়ুনুল মসায়েল (৫৬) ইমাম সদরুশ শহীদের ওয়াকিয়াত কিতাবের *باب العين للعين* অধ্যায়ে (৫৫) গায়িতুল বয়ানের *كتاب الكراهية* অধ্যায়ে এবং (৫৮) জামেউল ফযুলীলের ২য় খন্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

لَوْ قَالَ لِلْمُسْلِمِ أَسْجُدْ لِلْمَلِكِ وَالْأَقْتَلْنَاكَ قَالُوا إِنْ أَمَرَهُمْ
بِذَلِكَ لِلْعِبَادَةِ فَأَلْفَضَلُ لَهُ أَنْ لَا يَسْجُدَ كَمَنْ أَكْرَهُ عَلَى أَنْ
يُكْفَرَ كَانَ الصَّبْرُ أَفْضَلَ وَإِنْ أَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لِلتَّحِيَّةِ
وَالتَّعْظِيمِ لِالْعِبَادَةِ فَأَلْفَضَلُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ.

যদি কোন কাফির মুসলমানকে বলে- বাদশাহকে সিজ্দা কর, নচেৎ তোমাকে হত্যা করে ফেলবো। উলামায়ে কিরাম বলেন যে যদি কাফিরটি ওকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তাহলে সিজ্দা না করাটাই উত্তম, যেমন কুফরী সংক্রান্ত জোর জবরদস্তির বেলায় সবার উত্তম, এবং যদি অভিবাদনমূলক সিজ্দার কথা বলে থাকে, তাহলে সিজ্দা করে জান বাচানো উত্তম।

কিতাবের এ ইবারত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে গায়রুল্লাহকে অভিবাদনমূলক সিজ্দা করা, শরাব পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণ থেকে নিকৃষ্ট। এ গুলোর বেলায় যদি হত্যা নয় বরং অংগ বিচ্ছেদ বা ভীষণ মারধরের ভয় দেখিয়ে খাওয়ার জন্য যদি জোর করা হয়, তাহলে পান করা ও খাওয়াটা ফরজ। অন্যথায় গুনাহগার হবে। আলমগীরীতে বর্ণিত আছে-

إِذَا أَخَذَ رَجُلًا وَقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ لَحْمَ هَذَا الْخِنْزِيرِ

يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ التَّنَاوُلُ .

দুরুল মুখতারে উল্লেখিত আছে-

أَكْرَهُ عَلَى أَكْلِ لَحْمِ خِنزِيرٍ بِقَتْلِ أَوْ قَطْعِ عَضْوٍ أَوْ ضَرْبِ
مُبْرَحٍ فَرَضَ فَإِنْ صَبَرَ لِقَتْلِ اثْمِ .

কিন্তু এখানে হত্যার ভয় দেখিয়ে জোর করা হলে, অভিবাদন সূচক সিজদা করে নেয়াটা উত্তম বলা হয়েছে, ফরযতো দুরের কথা ওয়াজিবও বলা হয়নি অর্থাৎ নিহত হওয়াকে জায়েয বলা হয়েছে এবং সম্মান বোধক সিজদা না করার জন্য বলা হয়েছে। যদিওবা জান বাচানো উত্তম। সুতরাং বোঝা গেল যে, গায়রুল্লাহকে তাজিমী সিজদা করা শরাব পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণ থেকেও জঘন্য। আর শুকরের মাংস খাওয়ার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের কোন সাদৃশ্য নেই এবং এটা হালাল মনে না করলে কেউ কুফরী বলে না। (৫৯) আলমগীরীর ৫ম খন্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠায় (৬০) ফতুয়ায়ে গরায়েবে বর্ণিত আছে-

لَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى .

গায়রুল্লাহর জন্য সিজদা জায়েয নেই। (৬১) আকলীল ফি ইসতিনবাতিল তনখীরে فِيهِ تَحْرِيمُ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى এ আয়াত দ্বারা গায়রুল্লাহর জন্য সিজদা হারাম প্রমাণ করা হয়েছে। (৬২) নেসাবুল ইহতিসাবের ৪৯ অধ্যায়ে এবং (৬৩) একজন উচ্চস্তরের তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ السُّجُودَ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ لَا يَجِلُّ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى .

নিশ্চয় হযুর আলাইহিস সালামের দ্বীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা হালাল নয়। (৬৪) তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ায় اذات قلب শীর্ষক আলোচনায় সিজদাকে হারাম বলার পর উল্লেখিত আছে-

وَمِنْهُ السُّجُودُ وَالرُّكُوعُ وَالْإِنْحَاءُ لِلْكَبْرَاءِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ
وَالسَّلَامِ وَرَدَّهُ .

বয়ুর্গানে কিরামের সাথে সাক্ষাত কালে তাদেরকে সালাম করার সময় সিজ্দা করার মত বা রুকুর মত বা রুকুর কাছাকাছি ঝুঁকাও হারাম।

(৬৫) মনহুর রাউজের ২২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

السُّجْدَةُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

গায়রুল্লাহকে সিজ্দা করা হারাম।

(৬৬) প্রখ্যাত ইমাম আবু জকরিয়্যার রাউজা কিতাবে (৬৭) ইমাম ইবনে হাজার মক্কীর اعلام بقواطع الاسلام গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرُونَ مِنَ الْجَهْلَةِ الظَّالِمِينَ مِنَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيِ
الْمَشَائِخِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءً كَانَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ
لِغَيْرِهَا وَسَوَاءً قَصِدُ السُّجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ غَفْلٌ وَفِي بَعْضِ
صُورَةٍ مَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ عَافَانَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ .

অনেক জালিম জাহিল লোক পীরদের কে সিজ্দা করে। এটা যে কোন অবস্থায় সুস্পষ্ট হারাম, চাহে কিবলার দিকে মুখ করে হোক বা অন্য দিকে। চাহে খোদাকে সিজ্দা করার নিয়ত করে, বা কোন নিয়ত হতে বিরত থেকে। এর কতক ক্ষেত্রে কুফরী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে পানাহ দিক।

(৬৮) আলামের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ سُجُودَ جَهْلَةِ الصُّوفِيَّةِ بَيْنَ يَدَيِ مُشَائِخِهِمْ
حَرَامٌ وَفِي بَعْضِ صُورِهِ مَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ .

ইমামগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, পীরদেরকে সিজ্দা করা, যেমন জাহেল সূফীরা করে থাকে, হারাম এবং কয়েক ক্ষেত্রে কুফরী। (৬৯) গায়েতুল বায়ানে সিজ্দার আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجَهَّالِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ بَيْنَ يَدَيِ شَيْخِهِمْ
فَحَرَامٌ مَحْضٌ أَقْبَحُ الْبِدْعِ فَيَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ لِأَمْحَالَةٍ .

কতক মূর্খ সূফী নিজেদের পীরের আসনে যে সিজ্দা করে, তা হারাম

এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিদআত। তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা বাধ্যনীয় (৭০) ইমাম হাফেজউদ্দিন অজীয কিতাবের ২য় খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ مَايَفَعُلُهُ الْجَهْلَةُ بَطَوَاغِيَّتِهِمْ وَيُسْمُونَهُ كُفْرًا عَنْهُ
بَعْضُ الْمَشَائِخِ وَكَبِيرَةٍ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَوْ اعْتَقَدَهَا مُبَاحَةً لِشَيْخِهِ
فَهُوَ كَافِرٌ. وَأَنَّ أَمْرَهُ شَيْخُهُ بِهِ وَرَضِيَ بِهِ مُسْتَحْسِنًا لَهُ
فَالشَّيْخُ النَّجْدِيُّ أَيْضًا كَافِرًا إِنْ كَانَ قَدْ أُسْلِمَ فِي عَمْرِهِ.

এতে প্রতীয়মান হলো যে জাহেল লোক নিজেদের পথ ভ্রষ্ট পীরদেরকে সিজ্দা করে এবং একে 'পায়েগা' বলে। কতক মশায়েখের মতে তা কুফরী, তবে সর্বসম্মত ভাবে গুনাহে কবীরা। সুতরাং একে পীরের জন্য জায়েয মনে করাটা কুফরী আর যদি পীর একে সিজ্দা করার হুকুমে করলো এবং সে এতে রাজী হয়ে গেল, তাহলে সেই শেখ (শয়তান) নিজেও কাফির হলো, যদিও বা সে কোন সময় মুসলমান ছিল। এ ধরনের অহংকারী, খোদার নাফরমান, ও সিজ্দার জন্য ললায়িত ব্যক্তি ওরাই হয়ে থাকে, যারা শরীয়তের অনুসরণ থেকে স্বাধীন বা মুক্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের মনোভাব নিজের মধ্যে থাকলেতো কুফরী আর যদি এ ধরনের ধারণা না থাকে, তবুও নিঃসন্দেহে সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম।

খোদার গুফরিয়া যে সন্তরটি দলীল দ্বারা সিজ্দা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং অন্য কারো জন্য যে কোন নিয়তে তা হারাম, হারাম, হারাম, গুনাহে কবীরা, কবীরা, কবীরা প্রমাণিত হলো।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

এ অনুচ্ছেদে কারো সামনে মাটি চুমু দেয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু সিজ্দা নয়, মাটি চুমু দেয়াও হারাম। মোট ৪১টি দলীল দ্বারা তা প্রামাণ করা

হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে ১৫টি দলীল রয়েছে- (১৫ থেকে ১৮ ও ২৪ থেকে ৩২ এবং ৩৫ ও ৩৬ নং দলীল দ্রষ্টব্য) অবশিষ্ট ২৬টি দলীল নিম্নে আলোচিত হলো।

(৭১) ইমাম কবীরের জামে সগির, (৭২) এর থেকে ফতওয়ায়ে তাতরখানিয়া (৭৩) আলমগীরীর ৫ম খন্ড ৩৬৯ পৃঃ (৭৪) কাফি শরহে দানি (৭৫) গায়েতুল বয়ানের কিতাবুল কিরাহিয়া (৭৬) কেফায়া শরহে হেদায়া ৪র্থ খন্ড ৪৩পৃঃ (৭৭) তলয়িনুন হকায়েক শরহে কনয ৬ষ্ঠ খন্ড ২৫পৃঃ (৭৮) তনবিরুল আবসার (৭৯) দুর্কুল মুখতার কিতাবুল খতর (৮০) মুজমেউল আনহার ২য় খন্ড ৭২০ পৃঃ (৮১) ফতুল মঈন ৩য় খন্ড ৮০২ পৃঃ (৮২) জওয়াহেরুল ইখলাতি (৮৩) তকমেলাতুল বাহার ২য় খন্ড ২২৬ পৃঃ (৮৪) মোল্লা মিসকীনের শরহুল কনয (৮৫) ফতওয়ায়ে গরায়েব এবং (৮৬) ফতওয়ায়ে হিন্দীয়ায় উল্লেখিত আছে-

مَا فَعَلُوهُ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ
فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ إِثْمَانٌ .

উলামায়ে কিরাম ও বুয়ুর্গানেদ্বীনের সামনে চুমু দেয়া হারাম এবং চুমু দাতা ও এতে সম্মতিদানকারী উভয়ই গুনাহগার। কাফি, গায়েতুল বয়ান, তাবায়ীনুল হকায়েক, দুর্কুল মুখতার, মুজমেউল আনহার ও জওয়াহে এ বাক্যাংশটি বর্দ্ধিত করা হয়েছে- لانه يشبه عبادة الوثن এ জন্য যে তাতে মূর্তি পূজার সাদৃশ্য রয়েছে।

(৮৭) আল্লামা সৈয়দ আহমদ মিসরীর তাহতাবীর ২য় খন্ডে বর্ণিত আছে-

يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوَثْنِ لِأَنَّ فِيهِ صُورَةَ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى .

জমিন চুমু দেয়া মূর্তি পূজার সদৃশ এ জন্য যে, এতে গায়রুল্লাহকে সিজদা করার আকৃতি রয়েছে।

জমিন চুমু দেয়া আসলে সিজদা নয়। কেননা সিজদার বেলায় কপাল মাটিতে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মূর্তি পূজার সদৃশ এবং আকৃতিগত প্রায় সিজদার অনুরূপ হওয়ায় হারাম। স্বয়ং সিজদা কি ধরণের জঘন্য হারাম হবে, এর থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

(৮৮) গনিয়া জবিল আহকামের ১ম খন্ড ৩১৮ ও (৯) মওয়াহেবুর রহমানের বর্ণিত আছে-

يَحْرَمُ تَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالَمِ لِلتَّحِيَّةِ.

আলেমের সামনে সম্মানের নিয়তে মাটি চুমু দেয়া হারাম।

(৯০) খাদমী আনল দূরর কিতাবের ৫৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

মাটি চুমু ও নত হওয়া জায়েয নয় বরং হারাম।

(৯১) দরুল মোখতার ৫ম খন্ড ৩৭৯ পৃঃ এবং (৯২) মুনতকী শরহে মুলতকীতে চুমুর প্রকারভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

حَرَامٌ لِلأَرْضِ تَحِيَّةٌ وَكُفْرٌ لَهَا تَعْظِيمًا.

অভিবাদন স্বরূপ মাটি চুমু দেয়া হারাম এবং সম্মান সূচক মাটি চুমু দেয়া কুফরী (৯৩) ফতওয়ায়ে যহিরিয়ায় (৯৪) মোখতাছার ইমাম আইনী (৯৫) শুমুয়ুল উয়ুন ৩১ পৃঃ (৯৬) শরহে ফিকহে আকবরের ২৩৫ পৃঃ উল্লেখিত আছে-

أَمَّا تَقْبِيلُ الْأَرْضِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ السُّجُودِ إِلَّا أَنْ وَضَعَ الْجَبِينُ أَوْ الْحَدَّ عَلَى الْأَرْضِ أَفْحَشُ وَأَقْبَحُ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ.

জমীন চুমু দেয়াটা হচ্ছে সিজদার কাছাকাছি এবং কপাল ও মুখমন্ডল মাটিতে রাখাটা এর থেকেও বেশী ও মন্দ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জমীন চুমুতো দূরের কথা, রুকু পর্যন্ত নত হওয়াও নিষেধ। এ ব্যাপারে ৬৪ ও ৯০ নং দলীল দুটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আরও ৩০টি দলীল নিম্নে বর্ণিত হলো।

(৯৭) যাহেদি (৯৮) এর থেকে জামেউর রুমুযের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

الْإِنْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ إِلَى قَرِيبِ الرُّكُوعِ كَالسُّجُودِ.

সালাম দেয়ার সময় রুকু পর্যন্ত নত হওয়াটাও সিজ্দা সদৃশ।

(১০১) শরয়াতুল ইসলাম এবং (১০২) এর ব্যাখ্যা গল্প রফাতেহুল জনান

৩১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَلَا يَقُولُهُ وَلَا يَنْحَنِي لَهُ وَكَوْنِهِمَا مَكْرُ وَهَيْنٌ.

চুমুও দিও না এবং নত ও হয়োনা, কারণ উভয়টা মকরুহ। (১০৩) আহয়াউল উলুম ২য় খন্ড ১০৪ পৃঃ এবং (১০৪) ইত্তেহাফিস সাদাত ৬ষ্ঠ খন্ড ২৮১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে-

الْإِنْحِنَاءُ عِنْدَ السَّلَامِ مِنْهُي عَنْهُ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ.

সালামের সময় নত হওয়া নিষেধ করা হয়েছে এবং তা মজুসী সম্প্রদায়ের কাজ (১০৫) আইনুল ইলম অষ্টম অধ্যায় (১০৬) শরহে মোল্লা আলী কারী ১ম খন্ড ২৭৪ পৃঃ (১০৭) যখিরা এবং (১০৮) মুহিতে উল্লেখিত আছে-

(لَا يَنْحَنِي) لِأَنَّ الْإِنْحِنَاءَ يُكْرَهُ لِلسَّلَاطِينِ وَغَيْرِهِمْ وَلِأَنَّهُ

صَنِيعُ أَهْلِ الْكِتَابِ

সালামের সময় নত হয়োনা, বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ হোক, কারো জন্য নত হওয়ার অনুমতি নেই। এ নিষেধাজ্ঞার অন্যতম কারণ হলো এটা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আচরণ।

(১০৯) হাদিকায়ে মোহাম্মদীয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া ১ম খন্ড ৩৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ لَقِيَ أَحَدًا مِنَ الْأَكْبَابِ فَحَنَى لَهُ رَأْسَهُ. أَوْظَهَرَهُ
وَلَوْ بَالِغٍ فِي ذَلِكَ فَمُرَادُهُ التَّحِيَّةُ أَوِ التَّعْظِيمُ دُونَ الْعِبَادَةِ لَهُ
فَلَا يُكْفَرُ بِهَذَا الصَّنِيعِ وَحَالُ الْمُسْلِمِ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَأَمَّا الْعِبَادَةُ فَلَا يَقْصِدُهَا كَافِرٌ أَصْلِيٌّ فِي الْغَالِبِ وَلَكِنَّ التَّمَلُّقَ
الْمُوَصَّلَ إِلَى الْمِقْدَارِ مِنَ التَّذَلُّلِ مُذْمُومٌ. وَلِهَذَا جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ
رُحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ التَّذَلُّلِ الْخَرَامِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا.

এটা জানা কথা যে, মুরব্বীদের সাথে বা অন্য কারো সাথে দেখা করার সময় যারা মাথা বা পিঠ নত করে যদিওবা এটা বেশী বাড়াবাড়ি, কিন্তু

ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়, তাজিম বা সম্মানবোধ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

তাই এ ধরনের আচরনের দ্বারা কাফির হবে না। যে কোন অবস্থায় মুসলমানদের নিয়ত তাই হয়ে থাকে। ইবাদতের উদ্দেশ্য প্রধানত তারাই করবে, যারা প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে। তবে এতটুকু তোষামোদ যেখানে হীনমন্যতা প্রকাশ পায়, সেখানে মোটেই ঠিক নয়। এ জন্য উপরোক্ত কিতাব রচয়িতাগণ নত হওয়াকে হারাম বলেছেন। তবে কুফরী বলেননি।

(১১০) ইমাম ইয়ুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (১১১) তাঁর থেকে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী ফতুয়ায়ে কুবরার ৪র্থ খন্ড ২৪৭ পৃষ্ঠায়, (১১২) তার থেকে ইমাম আরেফ নাবলুসী হাদীকা প্রস্থের ৩৮১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

الْإِنْحِنَاءُ الْبَالِغُ إِلَى خَدِّ الرُّكُوعِ لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ كَالسُّجُودِ وَلَا بِأَسْ
بِمَا نَقَصَ مِنْ خَدِّ الرُّكُوعِ لِمَنْ يُكْرِمُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

কেউ কারো জন্য রুকু পরিমাণ নত হওয়াও উচিত নয়। সিজ্দার তো প্রশ্নই উঠেনা। তবে ঐ পরিমাণ থেকে কম হলে কোন ক্ষতি নেই। যেমন কেউ কোন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য একটু নত হলো।

(১১৩) ইমাম নাতেকী ওয়াকিয়াত কিতাবে (১১৪) ইমাম নাছির উদ্দীনের মুলতাকাত কিতাবে (১১৫) নিসাবুল ইহতিসাব কিতাবের ৪৯ পৃষ্ঠায় (১১৬) জওয়াহেরে ইখলাতি (এবং) (১১৭) এটা থেকে আলমগীরীর ৫ম খন্ড (৩৬৯) পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

الْإِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِغَيْرِهِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يُشَبَّهُ فِعْلَ الْمَجُوسِ.

বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ হোক ওদের জন্য মাথা নত করা নিষেধ। কারণ, তাতে মজুসী সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

(১১৮) মুজমেউল আনহার ২য় খন্ড ৫২১ পৃষ্ঠায় এবং (১১৯) ফসূলে ইমাদীতে বর্ণিত আছে-

يُكْرَهُ الْأِنْحِنَاءُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ الْمَجْوسِ .

কারো সম্মানে নত হওয়া নিষেধ, কারণ তাতে মজুসীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। (১২০) মওয়াহেবুর রহমান (১২১) এর থেকে শরনবেলালিয়া ১ম খন্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা (১২২) মুহীত (১২৩) জামেউর রুমুয ৫৩৫ পৃষ্ঠায় এবং (১২৪) রুদ্দুর মোখতার ৫ম খন্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

يُكْرَهُ الْأِنْحِنَاءُ لِلْسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ .

বাদশা হোক বা অন্য কেউ হোক ওদের সম্মানে মাথা নত করা নিষেধ। (১২৫) ইমাম হাইতমীর ফতওয়ায়ে কুবরায় বর্ণিত আছে-

يُكْرَهُ الْأِنْحِنَاءُ بِالظَّهْرِ مُكْرَوَةٌ কারো পিঠ সম্মানে নত করা মকরুহ। (১২৬) আলমগীরী ৫ম খন্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠা এবং (১২৭) ফতওয়ায়ে ইমাম তমরনাশীতে উল্লেখিত আছে-

يُكْرَهُ الْأِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ وَبِهِ وَرَدُ النَّهْيِ . সালাম করার সময় নত হওয়া নিষেধ। হাদীছ শরীফে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(মাযার সম্পর্কিত)

এ পরিচ্ছেদেও তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত

১ম অনুচ্ছেদ

মাযার সমূহে সিজদা বা এর সামনে জমীন চুমু দেওয়া হারাম এবং রুকু পরিমাণ নত হওয়াটাও নিষেধ।

(১২৮) আল্লামা রহমতুল্লাহের মুতাওয়াসসিত কিতাবে এবং (১২৯) মসলকে মুতকাসত শরহে মোল্লা আলী কারীর ২৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

(لَا يَمَسُّ عِنْدَ الزِّيَادَةِ الْجِدَارَ) وَلَا يَقْبَلُهُ وَلَا يَلْتَجِئُ بِهِ وَلَا يَطْوِفُ

وَلَا يَنْحِنِي وَلَا يَقْبِلُ الْأَرْضَ فَإِنَّهُ أَيُّ كُلِّ وَاحِدٍ (بِدْعَةٌ) غَيْرُ مُسْتَحْسِنَةٍ.

হযূর আলাইহিস সালামের রওজা পাক জিয়ারত করার সময় দেওয়ালে হাত লাগাইওনা, চুমু দিওনা, চিমটা দিওনা, তওয়াফ করো না এবং জমীনে চুমু দিও না। কারণ এ সব নিকৃষ্ট বিদআত।

চুমু দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে হাত লাগানো, চিমটা দেওয়া বা অনুরূপ আচরণ করা নিষেধ এবং আদবের বরখেলাফ কোন ইল্লত পাওয়া গেলে তা নিষেধ-

لَأَمَّا قَالَهُ الْقَارِيُّ فِي الْقِبْلَةِ إِنَّهُ مِنْ خَوَاصِّ بَعْضٍ أَوْ كَانَ الْقِبْلَةَ كَيْفَ وَتَدْنُوا عَلَى اسْتِحْسَانٍ ثَقْبِيلِ الصُّحُفِ وَأَيْدِي الْعُلَمَاءِ وَأَرْجُلِهِمْ وَالْخَبِيرِ.

নত হওয়া মানে রুকু পূর্যন্ত নত হওয়া এবং তওয়াফ বলতে তাজীমের অভিপ্রায়ে কেবল তওয়াফই উদ্দেশ্য হওয়া-

حَقَّقْنَاهُ فِي فَتَاوَانَا بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ.

(১৩০) শরহে লুবাবে উল্লেখিত আছে-

أَمَّا السَّجْدَةُ فَلَاشِكَّ أَنَّهَا حَرَامٌ فَلَا يَغْيِرُ الزَّائِرُ بِمَا يُرَى عَنِ الْجَاهِلِينَ بَلْ يَتَّبِعُ الْعُلَمَاءُ الْعَامِلِينَ.

পবিত্র মাযারে সিজ্দা করা সুস্পষ্ট হারাম। তাই জিয়ারত কারীগণ, অজ্ঞদের আচরণ থেকে ধোঁকায় পতিত হবেন না। বরং ওলামায়ে কিরামের

অনুসরণ করুন। (১৩১) যওয়াজের কিতাবের ১১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا أَوْثَانًا يُعْبَدُ أَيْ
لَا تَعْظِمُوهُ تَعْظِيمَ غَيْرِكُمْ لِأَوْثَانِهِمْ بِالسُّجُودِ لَهُ وَنَحْوَهُ
فَإِنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ بَلْ كَفَرٌ بِشَرَطِهِ.

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমার মাযারকে পূজার মূর্তি বানিও না। এর অর্থ হচ্ছে-একে সিজ্দা বা অনুরূপ আচরণ দ্বারা সম্মান না করা যেমন তোমাদের বিরোধীরা ওদের মূর্তি সমূহের জন্য করে থাকে। তাই সিজ্দা নিশ্চয় কবীরা গুনাহ বরং ইবাদতের নিয়তে হলে কুফরী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মাযারে সিজ্দাতো দূরের কথা, কোন কবরকে সামনে নিয়ে আল্লাহকেও সিজ্দা করা জায়েয নয়। যদিওবা কেবলামুখী হয়ে থাকে।

(১৩২) তাহতাবী শরীফে বর্ণিত আছে-

قَوْلُهُ مَقْبِرَةٌ لِأَنَّهُ فِيهِ التَّوَجُّهُ إِلَى الْقَبْرِ غَالِبًا وَالصَّلَاةُ إِلَيْهِ مَكْرُوهَةٌ.

কবরস্থানে নামায পড়া মকরুহ, কারণ এতে কোন না কোন কবরের দিকে মুখ হয়ে থাকে। আর কবরের দিকে নামায পড়া মকরুহ।

(১৩৩) ইমাম ইবনে আমীরুল হাজের হুলিয়া (১৩৪) রদ্দুল মুখতারের ১ম খন্ড ৩৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

الْمَقْبِرَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا مَوْضِعٌ أَعَدَّ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِيهِ قَبْرٌ
وَلَا نَجَاسَةٌ وَقَبْلَتُهُ إِلَى الْقَبْرِ فَالصَّلَاةُ مَكْرُوهَةٌ.

কবরস্থানে যদি কোন জায়গা নামাযের জন্য তৈরী করা হয়, এবং কবর বা ময়লা-অবর্জনা না থাকে তাহলে কবরের দিকে এর কেবলা হলে নামায আদায় করা মকরুহ।

(১৩৫) মুজতবা শরহে কুদুরী (১৩৬) বাহরুর রায়েক ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা এবং (১৩৭) ফতহুল মাসীন ১ম জিলদ ৩৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

يُكْرَهُ أَنْ يُطَاءَ الْقَبْرُ أَوْ يَجْلِسَ أَوْ نِيَامَ عَلَيْهِ أَوْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ.

কবরকে পদদলিত করা, এর উপর বসা বা ঘুম যাওয়া অথবা এর উপর বা এর দিকে নামায পড়া মকরুহ।

রুকু সিজ্দা বিশিষ্ট নামাযে কবর সামনে হওয়াটা যে মকরুহ তা নামাযের কারণে নয় বরং রুকু সিজ্দার কারণেই। জানাযাও এক প্রকার নামায এবং এতে মাইয়াত সামনে হওয়াটা অপরিহার্য অন্যথায় নামায হবে না, আর যদি কোন মাইয়েত বিনা নামাযে দাফন করা হয়, তাহলে কবরকে সামনে নিয়ে নামাযে জানাযা পড়ার শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। তাই বোঝা গেল যে, নামাযের কারণে মকরুহ নয় বরং রুকু সিজ্দার কারণেই মকরুহ। এটা নিঃসন্দেহে জানা কথা যে, নামাযের রুকু সিজ্দা একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং নামাযী কেবলার দিকে মুখ করার নিয়তই করে থাকে, কবরের দিকে মুখ করার নিয়ত করে না। তা সত্ত্বেও কবর সামনে হওয়ার কারণে আল্লাহর জন্য সিজ্দা নিষিদ্ধ হয়েছে। তাই এর দ্বারা সহজে অনুমেয় যে কবরকে সিজ্দা করা বা এর দিকে সিজ্দা করা কিধরণের কঠোর নিষেধ ও হারাম হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

নামাযতো দূরের কথা, কবরের দিকে মসজিদের কেবলা হওয়াও নিষেধ, যদিওবা নামায এর সামনা-সামনি না হয়। যেমন ইমামের সামনে কোন স্তম্ভ বা এক হাত উচু কোন কাঠ রয়েছে, যার ফলে জামাতের সামনে কবর রইলো না, তথাপি কবরের দিকে মসজিদের কিবলা নিষিদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে কোন দেয়াল না হবে। (১৪৬) ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসল (১৪৭) এর থেকে মুহীত কিতাবে এবং (১৪৮) এর থেকে ফতওয়ায়ে হিন্দীয়ার ৫ম জিলদে উল্লেখিত আছে-

أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَمَامِ وَالْقَبْرِ.

স্নানাগার ও কবরের দিকে মসজিদের কিবলা হওয়া মকরুহ।

(১৪৯) গুনিয়া শরহে মুনীয়া কিতাবের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

يُكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى حَمَامٍ أَوْ قَبْرٍ لِأَنَّ فِيهِ تَرْكُ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ.

মসজিদের কিবলা স্নানাগার বা কবরের দিকে হওয়াটা মকরুহ। কারণ এতে মসজিদের বেইজ্জতী প্রকাশ পায় (১৫০) খুলাসার ১ম খন্ড ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

يُكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى حَمَامٍ أَوْ قَبْرٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ وَبَيْنَ هَذَا الْمَوَاضِعِ حَائِلٌ كَالْحَائِطِ وَإِنْ كَانَ حَائِطٌ لَا يُكْرَهُ.

মসজিদের কিবলা স্নানাগার বা কবরের দিকে হওয়া মকরুহ, যদি মাঝখানে দেয়ালের মত কিছু না থাকে, তবে মাঝখানে দেয়াল থাকলে মকরুহ নয়।

এখানে দুটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে- এক, কবরের সামনে নামায নিষেধ। এটা সার্বিক হুকুম, মসজিদে হোক, ঘরে হোক বা মরুভূমিতে হোক সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে সুতরা স্থাপন, যা এক আঙ্গুল বরাবর মোটা ও অর্ধ গজ লম্বা হতে হবে এবং মরু ভূমিতে কবর নামাযীর দৃষ্টি থেকে দূরবর্তী হলে চলবে। জামেউল মুজ মেরাত, জামেউর রুমুজ, দুর্ল মুখতার ও তাহতাবী শরীফে তা বর্ণিত আছে। আর ইমামের সামনে সুতরা সম্পূর্ণ জামাতের জন্য যথেষ্ট। সমস্ত কিতাবে এর বিবরণ রয়েছে। কিন্তু গাংগুহী তাঁর ফতওয়ার প্রথম খন্ডে উল্লেখ করেছেন যে কবরস্থানে নামায পড়ার সময় ইমাম মুজাদী উভয়ের সামনে সুতরা প্রয়োজন। কেবল জীবজন্তু ও মানুষ চলাচলের ক্ষেত্রে ইমামের সুতরা মুজাদীর জন্য যথেষ্ট। কবরের সামনে মাথানত করা শিরক ও মূর্তি পূজা সদৃশ দেখায়। তাই কেবল ইমামের সুতরা যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক নামাযীর সামনে পর্দা ওয়াজি ব- এটা পবিত্র শরীয়তের প্রতি অপবাদ এবং তাঁর মনগড়া বক্তব্য। দুই, মসজিদের কিবলার দিকে যেন কবর না হয়- এ হুকুমটা মসজিদের জন্য খাস। ঘরের মধ্যে যে জায়গাটা নামাযের জন্য নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ যাকে ঘরের মসজিদ বলা হয়, এর কিবলার দিকে স্নানাগার বা শৌচাগার থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কবর থাকলেও কোন বাঁধা নেই। অবশ্য নামাযীর সামনে সুতরার প্রয়োজন আছে। মুহিত, হিন্দীয়া ইত্যাদি কিতাবে তা বর্ণিত আছে। সেই জায়গাটা প্রকৃত মসজিদ নয় বলে সেখানে নাপাকি অবস্থায় যাওয়া, এমনকি সহবাস করাও জায়েয। যখিরা, হলিয়া ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিত আছে-

لَيْسَ لِمَسَاجِدِ الْبَيْتِ حُكْمُ الْمَسَاجِدِ الْآتِرَى أَنَّهُ يَدْخُلُهُ الْجَنَبُ مِنْ غَيْرِ كِرَاهَةٍ وَيَأْتِي فِيهِ أَهْلُهُ وَيُبَيْعُ وَيَشْتَرَى مِنْ غَيْرِ كِرَاهَةٍ.

ঘরের মসজিদের বেলায় প্রকৃত মসজিদের হুকুম প্রযোজ্য নয়। কেননা ঘরের মসজিদে নাপাকি অবস্থায় প্রবেশ ও বেচা কেনা বৈধ। কিন্তু প্রকৃত মসজিদের বেলায় তা নিষেধ এবং মসজিদের ক্ষেত্রে সুতরা যথেষ্ট নয় বরং দেয়ালের প্রয়োজন।

৪র্থ অধ্যায়

সাহাবা, আয়িম্যা, আওলিয়া ও বিভিন্ন কিতাব সমূহের প্রতি বকরের অপবাদ

বকর তার রচিত কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আলমগীরীর ৫ম খন্ড ২৮ অধ্যায়ের ৩৭৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছে-

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ إِذَا قَبَلَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَدَ الْأَرْضِ أَوْ انْحَنَى لَهُ أَوْ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ تَعْظِيمَهُ لِأَعْبَادَتِهِ.

ইমাম আবু মনসুর বলেছেন, যদি কেউ কারো সামনে মাটি চুমু দেয় বা নত

হয় বা মাথা নত করে, এতে কোন ক্ষতি নেই; সে তাজিমের নিয়তেই করেছে, ইবাদতের নিয়তে নয়।)

এটা নিছক অপবাদ, আসলে আলমগীরীতে এ ধরনের কোন ইবারতের নাম নিশানাও নেই। এটা মনগড়া তৈরী একটি উদ্ধৃতি। আফসোস ধর্মীয় হুকুমাদির বেলায় সাধারণ লোকদেরকে বিপদ গামী করার অভিপ্রায়ে এ ধরনের মনগড়া উদ্ধৃতি পেশ করা কি কোন মুসলমানের উচিত?

আলমগীরীর ৫ম খন্ড ২৮ অধ্যায়ের ৩৭৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি ডাহা মিথ্যা। অধিকন্তু উক্ত আলমগীরীতে উল্লেখিত খন্ডের উল্লিখিত অধ্যায়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

مَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلَى وَجْهِهِ التَّحِيَّةِ أَوْ قَبِلَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَكْفُرُ
وَلَكِنْ يَأْتِمُّ لِإِزْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ هُوَ الْمَخْتَارُ كَذَافِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِي.

অর্থাৎ জওয়াহেরুল ইখলাতিতে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহকে তাজিমী সিজ্দা করা বা তাঁর সামনে মাটি চুম্বনের দ্বারা স্বীকৃত ময়হাব মতে কাফির হবেনা। তবে কবির গুনাহের কারণে নিশ্চয় গুনাহগার হবে। উক্ত কিতাবের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ تَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعَظِيمِ حَرَامٌ
وَإِنَّ الْفَاعِلَ وَالرَّاضِيَ إِثْمَانٌ كَذَا فِي التَّارِخَانِيَّةِ.

অর্থাৎ জামে সগির অতঃপর তাতার খানিয়াতে বর্ণিত আছে যে, বড়দের সামনে মাটি চুমু দেয়া হারাম। চুমু দাতা ও গ্রহীহা নিঃসন্দেহে গুনাহগার হবে। উপরোক্ত উদ্ধৃতির পর সংশ্লিষ্টভাবে আরও বর্ণিত আছে-

وَتَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ وَالزُّهَادِ فِعْلُ الْجُهَالِ
وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِيَ إِثْمَانٌ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

অর্থাৎ ফতওয়ায়ে গারায়েবে বর্ণিত আছে যে, উলামা ও মশায়েখের সামনে মাটি চুমু দেয়া জাহেলদের কাজ। চুমু দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার। এর সাথে আরও বর্ণিত আছে-

الْأَنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِغَيْرِهِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ شَبِهَ فِعْلَ الْمَجُوسِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِي.

অর্থাৎ জওয়াহেরুল ইখলাতিতে বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ বা কারো

সামনে নত হওয়া মকরুহ। এটা মজুসীদের আচরণ।

তবে এখানে নত হওয়া বলতে মজুসী ও হিন্দুদের মত রুকু পর্যন্ত নত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। এর পর আরও বর্ণিত আছে-

وَيُكْرَهُ الْأِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ وَوَرَدَ بِهِ النَّهْيُ كَذَا فِي التَّمْرِ تَأْشِي.

অর্থাৎ ফতওয়ায়ে তমরতাসীতে উল্লেখিত আছে যে, সালাম করার সময় নত হওয়া মকরুহ। এবং হাদীছ শরীফে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এর পর আরও বর্ণিত আছে-

تَجُوزُ الْخِدْمَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقِيَامِ وَأَخْذِ الْيَدَيْنِ وَالْإِنْحِنَاءِ وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

অর্থাৎ ফতওয়ায়ে গারায়েবে বর্ণিত আছে যে, কিয়াম, মুসাফাহা এবং নত হয়ে খোদা ভিন্ন অন্য কারো খেদমত করা জায়েয। কিন্তু সিজ্দা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য জায়েয নেই।

এখানে নত হওয়া বলতে রুকুর মত নয়, সমান্য নত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। হাদিকায়ে নাদিয়াতে আল্লামা আবদুল গনী (রঃ) বর্ণনা করেছেন-

الْإِنْحِنَاءُ الْبَالِغُ حَدًّا الْوُكُوعُ لَا يَفْعَلُ لِأَحَدٍ كَالسُّجُودِ وَلَا بِأَسَبٍ بِمَا نَقَصَ مِنْ حَدِّ الرُّكُوعِ لِمَنْ يُكْرِمُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ

অর্থাৎ খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য ঝুঁকা, যেমন সিজ্দা জায়েয নেই এবং ইসলামের কোন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য রুকুর থেকে কম পরিমাণ মাথানত করায় কোন ক্ষতি নেই।

বকর তার কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আলমগীরীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছে-

إِنَّ أَمْرَهُ لَسُّجُودٌ لِلتَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيمِ لِلْعِبَادَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُسْجُدَ.

অর্থাৎ যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয় বরং অভিবাদন মূলক ও তাজিমী সিজ্দার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে সিজ্দা করাটা উত্তম। এটা আলমগীরীর নামে একটা জঘন্য অপবাদ। এখানে মূল ইবারতকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সঠিক ইবারতটা হচ্ছে-

وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ لِلْمُسْلِمِ أَسْجُدْ لِلْمَلِكِ وَالْأَقْتُلْنَاكَ قَالُوا إِنْ أَمْرُهُ بِذَلِكَ لِلْعِبَادَةِ فَلَا فَضْلَ لَهُ
إِنْ لَا يَسْجُدُ كَمَنْ أَكْرَهَ عَلَى أَنْ يُكْفَرَ كَانَ الصَّبْرُ أَفْضَلَ وَإِنْ أَمْرُهُ بِالسُّجُودِ لِلتَّحِيَّةِ.

অর্থাৎ অনৈসলামিক রাষ্ট্রের কাফিরেরা কোন মুসলমানকে যদি বলে বাদশাহকে সিজদা কর, অন্যথায় আমরা তোমাকে হত্যা করবো। এ চাপ যদি ইবাদত মূলক সিজদার জন্য করা হয়, তাহলে সিজদা না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াটা শ্রেয়ঃ। আর এ চাপ যদি অভিবাদন মূলক সিজদার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে সিজদা করে প্রাণ রক্ষা করাটা উত্তম।

এবার লক্ষ্য করুন, মূল ইবারতকে কিভাবে বিকৃত করেছে। সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য মূল ইবারতের প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে। উপরোক্ত ইবারত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সিজদা না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াও জায়েয। কেননা এখানে প্রাণ রক্ষার জন্য সিজদা করাটা উত্তম বলা হয়েছে, ফরজ বলা হয়নি, অথচ প্রাণ রক্ষার জন্য বা চাপের মুখে শুকরের মাংস খাওয়ার নির্দেশ আছে এবং না খেয়ে মারা গেলে গুনাহগার হবে বলে বর্ণিত আছে। তাই তাজিমী সিজদাটা শুকরের মাংস থেকেও জঘন্যতর হারাম। যেমন আলমগীরীতে বর্ণিত আছে-

السُّلْطَانُ إِذَا أَخَذَ رَجُلًا وَقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ لَحْمَ هَذَا الْخَنْزِيرِ
يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ التَّنَاوُلَ فَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ إِثْمًا.
দুরুল মুখতারে বর্ণিত আছে-

أَكْرَهُ عَلَى أَحَدٍ لَحْمَ خَنْزِيرٍ بِقَتْلِ أَوْ قَطْعِ عَضْوٍ أَوْ ضَرْبِ مَبْرَحٍ فَرَضَ فَإِنْ صَبَرَ فَقَتَلَ إِثْمٌ.

শুকরের মাংস খাওয়ার জন্য যদি এতটুকু চাপ প্রয়োগ করা হয় যে, না খেলে আঙুল কেটে ফেলা হবে, তাহলে খাওয়াটা ফরজ, না খেলে গুনাহগার হবে। কিন্তু খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা না করলে কতল করার হুমকী দেয়া হলেও সিজদা না করে প্রাণ বিসর্জন দেয়াটা জায়েয। যদিওবা প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়। কারণ শুকরের মাংস খাওয়ার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদত বুঝায় না কিন্তু সিজদার মধ্যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের সাদৃশ্য রয়েছে। ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ মানুষের হেদায়েতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

বকর তার রচিত পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে “হেদায়া” রদুল মুখতার, কাজী খা একান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব। কুরআন হাদীছের ব্যাপক গবেষণার পর এ কিতাব গুলো প্রনীত হয়েছে। অথচ কাজী খার প্রারম্ভেই উল্লেখিত আছে যে তাজিমী সিজদা শুকরের মাংস খাওয়া থেকেও নিকৃষ্টতম হারাম। বকরের পছন্দনীয় অন্য কিতাব দুর্ল মুখতারে কি আছে তাও দেখুন-

لا يفعلونه من تقبيل الارض بين يدي العلماء والعظماء
فحرام والفاعل والراضى به اثمان لانه يشبه عبادة الوثن.

অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম ও বুয়ুর্গানেদীনের সামনে মাটি চুম্বন করা হারাম, এবং চুম্বন দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার। কারণ এতে মূর্তিপূজার সাদৃশ্য রয়েছে। দুর্ল মুখতারে আরও উল্লেখিত আছে-

وهل يكفر ان على وجه العباداة والتعظيم كفر وان على وجه التحية لا وصار اثما مرتكبا للكبيرة.

অর্থাৎ মাটি চুম্বনটা যদি ইবাদত ও তাজিমের নিয়তে হয়ে থাকে, কাফির হয়ে যাবে আর যদি অভিবাদনের নিয়তে হয়ে থাকে, কাফির হবে না তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। এ প্রসঙ্গে দুর্ল মুখতারে বর্ণিত আছে-

تلفيق لقولين قال الزيلعي وذكر الصدر الشهيدانه لا يكفرلهذ السجود لانه يريد به التحية
وقال شمس الائمة السرخسى ان كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر قال

القهستاني وفي الظهيرية يكفر بالسجود مطلقا.

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে দু'ধরনের উক্তি রয়েছে। এক, খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করলে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম সরখসীও তাজিমী সিজদা করাকে কুফরী বলেন। দুই, কুফরী হবে না তবে কবীরা গুনাহের ভাগী হবে। ইমাম সদরুশ শহীদ তা-ই সমর্থন করেছেন। কারণ এ ধরনের সিজদার দ্বারা ইবাদত নয়, অভিবাদনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার এ দুই উক্তির মধ্যে এভাবেই সমন্বয় সাধন করেছেন যে, কাফির উক্তিকারীগণ সিজদা বলতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বুঝিয়েছেন এবং কবীরাগুনাহ উক্তিকারীগণ সিজদা বলতে অভিবাদন মূলক সিজদাকে বুঝিয়েছেন। এই অতি নির্ভরযোগ্য কিতাবটিও দুটি উক্তির কথাই যথা, কুফরী ও কবীরা গুনাহ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কই জায়েযের কথাতো বললো না?

উক্ত রব্দুল মুখতারে আরও বর্ণিত আছে-

وَفِي الزَّاهِدِي الْأَيْمَاءِ فِي السَّلَامِ إِلَى قَرِيبِ الرُّكُوعِ
كَالسَّجُودِ فِي الْمَحِيطِ أَنَّهُ يَكْرَهُ الْأَنْحِنَاءَ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ.

অর্থাৎ মুজতবাত্তে বর্ণিত আছে যে, সালাম করার সময় রুকূর কাছাকাছি ঝুঁকাটা সিজদার মত এবং মুহিতে উল্লেখিত আছে যে বাদশাহ ও অন্যান্যদের জন্য ঝুঁকা নিষেধ। উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে-

حَرَامٌ لِلأَرْضِ تَحِيَّةٌ وَكُفْرٌ لَهَا تَعْظِيمًا.

অর্থাৎ অভিবাদন স্বরূপ মাটি চুমু দেয়াটা হারাম এবং তাজিম স্বরূপ চুমু দেয়াটা কুফরী। আফসোস, বকরের নির্ভরযোগ্য কিতাব গুলোও বকরের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দিল। বকরের উপরোক্ত পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- সমস্ত আওলিয়া কিরামকে তাজিমী সিজদা করা হতো। এটাও আর এক ডাহা মিথ্যা এবং আওলিয়া কিরামের প্রতি নিছক অপবাদ। তার উল্লেখিত দলীল দ্বারাই তার বক্তব্যকে খণ্ডন করা হবে। সে তার পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে, প্রতিটি বংশ, প্রতিটি সিলসিলার বুয়র্গদের তাজিমী সিজদা করার প্রমাণ বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে।

এ উক্তির দ্বারা সায়েদিনা হযরত গাউছে আযম, হযরত শিহাব উদ্দীন সরওয়ারাদী, হযরত শেখ আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ, হযরত খাজা ফজিল ইবনে আয়াজ, হযরত, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, হযরত রাবীয়া বসরী, হযরত জুনাইদ, হযরত হাবিব আজমী, হযরত মমশাদ, হযরত বায়েযিদ বুস্তামী, হযরত মারুফ করখী, হযরত সরী সক্তী, হযরত সুলতান আবু ইসহাক, হযরত নজম উদ্দীন কুবরা, হযরত আলাউদ্দিন তুসী হযরত জিয়াউদ্দীন আবদুল কাদের প্রমুখ সিলসিলা বংশসমূহের সরদার। কিন্তু তাঁদেরকে যে সিজদা করা হয়েছে বা তাঁরা যে সিজদাকে জায়েয মনে করতেন, এ রকম প্রমাণ দিতে পারবে কি? কখনই পারবে না। এটা নিছক অপবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উক্ত পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখা হয়েছে- হযরত আলী ও সাহাবা কিরাম থেকে শুরু করে বড় বড় উলামা মাশায়েখ থেকে তাজিমী সিজদা প্রমাণিত আছে”। এটাও আর এক জঘন্য অপবাদ। বকরের কথা যদি সঠিক হয় তাহলে মওলা আলী বা কোন্ সাহাবা বা

কোন তাবেয়ী অথবা ইমাম আযম, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম বা তাঁদের কোন শাগরিদ থেকে প্রমাণ দিক যে, তাঁরা খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করেছেন বা একে জায়েয বলেছেন। কুরআন মজিদে মিথ্যুকদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ভয় করা দরকার এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার তওবা করা উচিত। তার স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে মিথ্যা বলার চেয়ে দ্বীনের সম্পর্কে মিথ্যা বলা খুবই মারাত্মক। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আর সাহাবায়ে কিরাম ও ইমামগণের প্রতি অপবাদ দেয়া, যায়েদ, উমর অর্থাৎ সাধারণ লোকদের প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে খুবই ক্ষতিকর। বকর তার পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় আরও একটি জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। সে বলেছে তাজিমী সিজদার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে, কোন ব্যক্তির অস্বীকারের অবকাশ নেই। তাই তাজিমী সিজদা যদি গুমরাহীও হয়ে থাকে, উম্মতের ঐক্যমতের ফলে সেটা দূরীভূত হয়ে গেছে।” হাদীছ শরীফে ঠিকই আছে-

حَبِكَ الشَّيْءُ يَعْصِي وَيَصْمُ (গোড়ামী মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়) কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে (চোখ কখনও অন্ধ হয় না, সেই অন্তরটা অন্ধ হয়ে যায়, যেটা বুকের মধ্যে রয়েছে) বকরের বক্তব্য বিধর্মীদের বেলায় সঠিক। খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে সিজদা করার ব্যাপারে হরি কৃষ্ণের উম্মতদের নিশ্চয় ঐক্যমত আছে। যে পন্ডিতকে ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং যে কোন মন্দিরে যান, তা দেখতে পাবেন কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী সেই অভিশপ্ত অপবাদ থেকে মুক্ত। বরং একটু আগেই ফতওয়ায়ে আজিজিয়ার উদ্ধৃতি পেশ করে বর্ণিত হয়েছে যে, তাজিমী সিজদা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক ঐক্যমত রয়েছে।

গুমরাহীর বেলায় উম্মতের ঐক্যমতের ফলে তা গুমরাহী থাকেনা বলে বকর যে দাবী করেছে, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ধরনের ফতওয়া আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। সে তার পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় লতায়েফে আশরাফিয়ার একটি ইবারত উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু এর আগের অংশটা বাদ দিয়েছে। যেথায় উল্লেখিত আছে-

اما وضع جبهة بين يدى الشيوخ . بعض از مشائخ روا داشته انا اكثر مشائخ اعراض کرده اند واصحاب خود را از امتناع ساخته که سجده تحیت درامت پیشیں بود حالا منسوخ است .

দেখুন এ ইবারতটি বাদ দিয়ে কি জঘন্য চালাকী করেছে। অথচ এ ছোট ইবারতের মধ্যে অনেক মূল্যবান বিষয় রয়েছে, যেমন (১) তাজিমী সিজদা মনসূখ (রহিত) যেটা বকর অস্বীকার করে, (২) অধিকাংশ আওলিয়া কিরাম তাজিমী সিজদার বিপরীত যা বকরের দাবীর বরখেলাপ, (৩) তাজিমী সিজদার বিরুদ্ধে আওলিয়া কিরামের ঐক্যমত রয়েছে। এটাও বকরের অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দার বিরুদ্ধে। উসুলের কায়দা অনুযায়ী অধিকাংশের অভিমতকে সর্বসম্মত অভিমত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাই তাজিমী সিজদা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আওলিয়া কিরামের ঐকমত্য প্রমাণিত হলো।

বকর যে উল্লেখ করেছে তাজিমী সিজদা সব বুয়ুর্গদেরকে করা হতো, উপরোক্ত ইবারত থেকে সেটাও বাতিল হয়ে গেল। আরও উল্লেখ্য যে, ঐকমত্যের বিরুদ্ধে কারো বক্তব্য দলীল হিসেবে গ্রহণ যোগ্য নয়।

ফওয়ায়েদুল ফুয়াদ ইত্যাদি কিতাব থেকে বকর তাজিমী সিজদার পক্ষে যে দলীল পেশ করেছে, তাও উপরোক্ত নীতিমালা মূতাবেক গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা অধিকাংশ আওলিয়া কিরাম তাজিমী সিজদা হারামের পক্ষে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপক্ষে কারো উক্তি দলীল হতে পারে না।

বকর তার কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় তার দাবীর সমর্থনে দলীলুল আরেফীন, ফওয়ায়েদুল সালেকীন, তুহফাতুল আশেকীনের নাম উল্লেখ করেছে কিন্তু কোন ইবারত উদ্ধৃত করেনি। এ ধরণের নাম তাৎপর্যহীন। পৃষ্ঠা সহ কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে যেখানে জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে এ ধরনের কেবল নামের কি-বা নির্ভরশীলতা রয়েছে? তৃতীয় অধ্যায়ে এ ধরণের ধোঁকাবাজির বিস্তারিত আলোচনা হবে।

তার উল্লেখিত কিতাব যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিরও হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে প্রসিদ্ধ নয়। নিশ্চয় সেটা অপ্রসিদ্ধ কিতাব হবে। অথচ অপ্রসিদ্ধ কিতাবের উপর নির্ভর করা জায়েয নয়। যেমন আল্লামা সৈয়দ আহমদ হামুবী গমজুল উয়ুন ওয়াল বসায়ের শরহে আশবা ওয়াল নজায়ের কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

لَا يَجُوزُ النُّقْلُ مِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَهَرْ.

অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ কিতাব সমূহ থেকে প্রমাণাদি পেশ করা জায়েয নেই। ফত্বুল কদির বাহারুল রায়েক, নাহারুল ফায়েক, মনহুল গফফার ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে-

لووجد بعض نسخ الادر في زماننا لايحل عز ومافيها الى محمد ولاالى ابي يوسف لانها لم تشتهر في عصرنا في دياننا وتتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور ومعروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتب.

(আমাদের যুগে নওয়াদেদের কোন কপি পাওয়া গেলেও এবং এতে যা কিছু বর্ণিত আছে, তা ইমাম আবু ইউসুফ বা ইমাম মুহাম্মদের বলে চালিয়ে দেওয়াটা হারাম। কারণ সেই কিতাবটি আমাদের যুগে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে নওয়াদেদের কোন উদ্ধৃতি যদি হেদায়া বা মবসুত জাতীয় কোন প্রসিদ্ধ কিতাবে সংকলিত হয়, তাহলে সেই প্রসিদ্ধ কিতাবের নির্ভরতার কারণেই তা গ্রহণ করা হবে।) সুতরাং ওই ধরনের অপ্রসিদ্ধ কিতাবের কোন উদ্ধৃতি গ্রহণ যোগ্য নয়। শেষ কথা হলো আওলিয়া কিরাম ও ইমামগণের ঐকমত্য হচ্ছে সিজদা নিষেধ। তাই

ঐকমত্যের বিপরীত কোন উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

হযুর আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি অপবাদ

এ পর্যন্ত ফকিহ, ইমাম ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাজিমী সিজ্দা প্রসঙ্গে বকরের অপবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে হযুর আলাইহিস সালামের শানে অপবাদ দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সে তার পুস্তিকার নবম পৃষ্ঠায় লিখেছে “স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- **كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ** অর্থাৎ আমার বানী খোদার বানীকে রদ করতে পারেনা। “অথচ বিভিন্ন হাদীসবেত্তাগণ এ হাদীসকে মুনকের বাতিল ও মওজু বলেছেন। আর হানাফী মযহাব অনুসারে আয়াত হাদীছ দ্বারা রদ হতে পারে যেমন, উছুলে ফিকাহের বিভিন্ন কিতাবে তা বর্ণিত আছে। হজুরের নির্দেশ মানে আল্লাহরই নির্দেশ, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদে ফরমান-

وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

অর্থাৎ এ নবী নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছু বলেন না, আমি যা ওহী নাযিল করি, তাই বলেন। সুতরাং আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম দ্বারাই রহিত হলো।

উক্ত কুখ্যাত পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় বকর বলেছে- “নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সিজ্দার অনুমতি দিয়েছেন।”

যেমন মিশকাত শরীফে ইবনে খুযাইমা বিন ছাবেত থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বপ্নে হযুর আলাইহিস সালামের কপালে সিজ্দা করতে দেখেছেন। তিনি এ স্বপ্ন হযুরের সমীপে বর্ণনা করলে, হযুর (দঃ) ইরশাদ ফরমান ‘তোমার এ স্বপ্ন সঠিক। অতঃপর তিনি (দঃ) তাড়াতাড়ি গুয়ে পড়লেন এবং ইবনে খুযাইমাকে তাঁর কপালে সিজ্দা করতে অনুমতি দিলেন।”

বেঈমান ছাড়া এ ধরনের জঘন্য মিথ্যা অপবাদ অন্য কেউ দিতে পারে না। দেখুন, এখানে বলা হয়েছে- কপালে সিজ্দার কথা আর সে বলেছে হযুরকে সিজ্দার কথা। উল্লেখ্য হাদিসটাকেও সে সম্পূর্ণ বিকৃত করেছে। মিশকাত শরীফে আছে-

عَنْ ابْنِ خَزِيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي خَزِيمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِي مَأْمَرٍ

يُرَى النَّائِمُ فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِّقُ رُؤْيَاكَ.

অর্থাৎ ইবনে খুযাইমা বিন ছাবেত স্বীয় চাচা আবু খজিমা থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি (আবু খজিমা) স্বপ্নে হুযুরের কপালে সিজ্দা করতে দেখেছেন। তিনি এ স্বপ্ন হুযুরের সমীপে বর্ণনা করলে, হুযুর (দঃ) তাঁর পবিত্র বাহুর উপর আরাম করে ইরশাদ ফরমান- তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর। দেখুন স্বপ্ন দেখছেন আবু খুযাইমা আর সে বলছে ইবনে খুযাইমা। হুযুর (দঃ) বাহুর উপর আরাম করেছেন আর সে বলছে শুয়ে পড়েছেন। হুযুর আলাহিস সালাম বলেছেন- তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর আর সে অর্থ করেছে- তোমার স্বপ্ন সঠিক। মূর্খ ছাড়া এ ধরণের মনগড়া অর্থ অন্য কেউ করতে পারে না।

গায়রুল্লাহকে সিজ্দা নিষেধ প্রসঙ্গে হযরত উম্মুল মুমেনীন সিদ্দীকা (রাঃ) এর হাদিসটি বকর তার পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে বলে “এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ হাদীস সুস্পষ্ট ভাবে গায়রুল্লাহকে সিজ্দা করতে নিষেধ করে এবং এ রকম সুস্পষ্ট শব্দের বিপরীত কোন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না”। এতকিছু বলার পরও সে উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা না করে ছাড়ে নি। তার কথা হলো “হাদীসে আছে যে যদি গায়রুল্লাহের জন্য সিজ্দা জায়েয হতো, তাহলে আমি স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য। নির্দেশ শব্দ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। তাই হুযুর আলাইহিস সালামের অভি প্রায় এটাই বোঝা যায় যে, তাজিম সিজ্দা যদি ওয়াজিব পর্যায়ের বৈধ হতো, তাহলে আমি স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সিজ্দা করাটা ওয়াজিব করতাম। অতএব তাজিমী সিজ্দা ওয়াজিব নয়, বরং মুবাহ”। এটা হাদিছের সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যা। হাদীছে বর্ণিত আছে যে যদি জায়েয হতো, স্ত্রীকে নির্দেশ দিতেন। যেহেতু জায়েয নেই, সেহেতু নির্দেশ দেননি। কিন্তু সে মুবাহ কোথেকে আবিষ্কার করলো? এটা হাদীসের বিকৃতি নয় কি?

আবু দাউদ শরীফে হযরত কায়েস বিন সা'দ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। কতেক সাহাবা হিরা শহরের লোক জন কর্তৃক ওদের বিচারককে সিজ্দা করতে দেখে তারা ফিরে এসে হুযুর আলাইহিস সালামকে অনুরূপ সিজ্দা করার অনুমতি চাইল, তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

لَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُمْ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ

أَنْ يُسْجِدَنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ.

(তা কর না) যদি আমি কাউকে, কারো প্রতি সিজ্দা দেয়া সমীচীন মনে করতাম, তাহলে নিশ্চয় স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজ্দা করার জন্য তাদের উপর অধিকারের কারণে। এখানে নিষেধ সূচক শব্দ (সিজ্দা কর না) পাওয়া গেছে। তাই নির্দেশাত্মক শব্দ দ্বারা যেমন ওয়াজিব প্রমানিত হয়, তদ্রূপ নিষেধাত্মক শব্দ দ্বারা হারাম প্রমানিত হয়। অতএব এ হাদিছ দ্বারা গায়রুল্লাহকে সিজ্দা করা হারাম প্রমাণিত হলো।

বকর বড় চালাক লোক। সে হযরত উম্মুল মুমেনীন সিদ্দীকা (রাঃ) এর হাদিছটা কেবল উল্লেখ করেছে, যেথায় সুস্পষ্ট নিষেধাত্মক শব্দ নেই এবং সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার অভিপ্রায়ে উক্ত পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় বলেছে- তাজিমী সিজ্দার বিরোধিতাকারীদের কাছে এ হাদিসটা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নেই।” অথচ উপরে উল্লেখিত হযরত কায়সের রেওয়ায়েতকৃত হাদিসে তাজিমী সিজ্দার সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। এ ছাড়া মিশকাত শরীফ, সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে হযরত মা'য়ায ইবনে জবল থেকে বর্ণিত আছে-

حدثنا وكيع ثنا الاعمش ابى طبيان عن معاذ بن جبل انه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض افلا نسجد لك قال لو كنت امرا بشرا

يسجد لبشر لامرت مراة تسجد لزوجها .

অর্থাৎ হযরত মা'য়ায ইবনে জবল ইয়ামন থেকে ফিরে এসে আরয করলেন- ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি ইয়ামনে এমন কিছু লোক দেখিছি যারা একে অপরকে সিজ্দা করে। তাই আমরাও কি হযুরকে সিজ্দা করতে পারি না। হযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান, আমি যদি মানুষকে মানুষ কর্তৃক সিজ্দার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজ্দা করে। অনুরূপ হযরত সলমান ফার্সীও হযুর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করতে চেয়েছিলেন, তখন হযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- কোন মখলুকের উচিত নয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্দা করা।

উপরোক্ত চারটি হাদিসে সাহাবায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিজ

দার অনুমতি চেয়ে ছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হুযুর আলাইহিস সালাম অনুমতি দেননি। বকর কিন্তু তা মেনে নিতে রাজি নয়। একই পৃষ্ঠায় সে বলে “সবচেয়ে বড় কথা হলো- মনে হয় যে হুযুর আলাইহিস সালাম সাহাবায়ে কিরামের ইচ্ছাকে ইবাদতের সিজদা মনে করে জবাব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছেন “আল্লাহর ইবাদত কর এবং নিজ ভাই এর ইযযত ও সম্মান কর”। তাঁর (দঃ) ধারণায় যদি তাজিমী সিজদা থাকতো, তাহেল আল্লাহর ইবাদতের কথা বলতেন না এবং তাজিম সম্মানকে ইবাদত থেকে পৃথক করে প্রকাশ করতেন না।

“আফসোস, নবীজীর প্রতি কি জঘন্য বদগুমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান”-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকুন। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ। স্বয়ং নবী করিম (দঃ) ইরশাদ ফরমান-

إِيَّاكَ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

ধারণা থেকে দূরে থাকুন, কারণ ধারণা থেকে বড় মিথ্যা অন্য কিছু হতে পারে না।

এটা হুযুরের প্রতি তার জঘন্য বদগুমান, সাহাবায়ে কিরাম হুযুর আলাইহিস সালামকে ইবাদতের সিজদা করতে চাইলে, হুযুর এতে রাগান্বিত হলেন না, সাহাবায়ে কিরামকে তওবা করতেও বলেননি। নতুনভাবে ঈমান আনতে এবং স্ত্রীর সাথে নতুন ভাবে আকদ পড়ার কথাও বলেননি। কেবল হালকা ধরণের একটি কথা বলে নিশ্চুপ রয়েছেন। সত্যিই যদি হুযুর সেরূপ ধারণা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন- তোমরা গায়রুল্লাহর ইবাদতের ইচ্ছা পোষণ করে মুরতাদ হয়ে গেছ, তওবা কর, ইসলাম গ্রহণ কর এবং নিজ স্ত্রীর সাথে পুনরায় আকদ পড়।

একজন অজ্ঞ গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে শুধু এতটুকু কথা বের হয়েছিল- আমরা হুযুর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করি আর আল্লাহকে হুযুরের কাছে”। এতে হুযুর আলাইহিস সালাম ভীষণ ভাবে রাগান্বিত হন; দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ বলতে থাকেন। অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটাকে বললেন- ويحك اتدري ما الله؟ তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাইলে? আফসোস, তোমার জন্য, তুমি জান আল্লাহ কি? অতঃপর আল্লাহর শান বর্ণনা করলেন। এ হাদিসটি আবু দাউদ শরীফ থেকে বর্ণিত। এবার চিন্তা করুন। হুযুরের বিশিষ্ট সাহাবা কর্তৃক হুযুরকে দ্বিতীয় খোদা মনে করা গায়রুল্লাহর পূজা করার ইচ্ছা পোষণের মতো। এতে হুযুর আলাইহিস সালামের নিশ্চুপ থাকাটা কি সম্ভব? তা কখনও হতে পারে না। হুযুরকে যে শিরকের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পারেন বলে মনে করে, সে নিশ্চয় কাফির। বকর জানে না

যে, তার এ লাগামহীন কথার দ্বারা সে কোথায় পৌঁছে গেছে। রসূলে পাক (দঃ) ইরশাদ ফরমানঃ-

ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين حريقا فى النار

অর্থাৎ মানুষ এমন অনেক কথা বলে ফেলে যেটাকে আদৌ খারাপ মনে করে না। অথচ এর জন্য সে জাহান্নামের সত্তর বছরের রাস্তায় পতিত হয়। তিনি (দঃ) আরও ইরশাদ ফরমানঃ-

ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيمة.

অর্থাৎ কেউ খোদার অসন্তুষ্টি মূলক কোন কথা বললে এর পরিণাম কি হবে, সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর কারণে তার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ লিখে দেন।

উট যে হুযুর আলাইহিস সালামকে সিজ্দা করেছে, তাও মাবুদ মনে করে করেনি। যেমন মুজিমুল করীয়ে হযরত ইয়ালা ইবনে মররা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে- হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

ما من شئ الا يعلم انى رسول الله الا كفرة الجن والانس.

অর্থাৎ কাফির, জ্বীন ও মানুষ ছাড়া প্রত্যেক কিছু আমাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে জানে।

হিরা ও ইয়ামনের লোকেরা যে সিজ্দা করতো, তা তাজিমী সিজ্দাই ছিল। সাহাবায়ে কিরামও তাজিমী সিজ্দারই অনুমতি চেয়েছিলেন।

বকর তার পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে “কুরআনে তাজিমী সিজ্দার নিষেধাজ্ঞা মূলক কোন আয়াত নেই। অতএব যখন কুরআনে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই, তখন তাজিমী সিজ্দা হারাম বা নাজায়েয প্রমাণিত হয় না। “বকর ঠিকই বলেছে যে, তাজিমী সিজ্দার নিষেধাজ্ঞা সূচক কোন আয়াত নেই। তবে কুরআন কি ইরশাদ করেনি-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশ মান্য কর।”

কুরআন কি আরও বলেনি- **من يطع الرسول فقد اطاع الله** যে রসুলের অনুসরণ করলো, সে যেন আল্লাহকেই অনুসরণ করলো। কুরআন কি আরও বলেনি- **من يعص الله ورسوله فان له نار جهنم** যে আল্লাহ ও তার রসুলের নাফরমানী করলো, নিশ্চয়ই তার জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত। কুরআন মজিদ ইরশাদ ফরমান-

وما اتكم لرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

রসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করে তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন। কুরআনে আল্লাহ আরও ইরশাদ ফরমান-

فلا وربك ولا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

অর্থাৎ হে মাহবুব আপনার খোদার শপথ, ওরা মুসলমান বলে গন্য হবে না, যদিনা আপনাকে তাদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের ব্যাপারে বিচারক মনোনিত করে। অতঃপর আপনি যা রায় দিবেন, সে ব্যাপারে মনঃস্কুন্ন হবে না এবং সানন্দে মেনে নিবে।

অতএব কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই বলে নাজায়েয হবে না'- এরকম বলা যাবে না। রসুলে করীম (দঃ) যদি নিষেধ করেন, তা নিশ্চয়ই না জায়েয হবে। সুতরাং তাজিমী সিজ্দার ব্যাপারে যেহেতু নবী করীম (দঃ) ফয়সালা দিয়েছেন- **لا تفعلوا** (তাজিমী সিজ্দা কর না) সেহেতু এটা হারাম সাব্যস্ত হল। যে রসুলের এ ফয়সালা মানে না, কুরআনের উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত।

আল্লাহ তাআলার প্রতি অপবাদ

বকর আল্লাহ তাআলার প্রতিও অপবাদ দিতে দ্বিধা করেনি। বকর বলে যে আদমকে তাজিমী সিজ্দা করানোর মধ্যে স্বয়ং খোদারই ইচ্ছা ছিল যে আমার খেলাফতের তাজিম সে রকমই হওয়া চাই, যা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ধরনের অপবাদের জন্যই বলা হয়েছে-

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থাৎ এ ধরনের অপবাদ তারাই দিতে পারে যারা মুসলমান নয়।

বকর তার পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় বলেছে আল্লাহ তাআলা তার ইবাদতের সিজ্দার জন্য কাবাকে দিক নির্দেশনা হিসেবে ঠিক করেছেন। এতে এক বিরাট দর্শন লুকায়িত আছে। সেটা হলো খোদা ইবাদতের সিজ্দা ও তাজিমী সিজ্দার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যাতে মুসলমানেরা জানতে পারে যে কাবার দিকে সিজ্দা করাটা হচ্ছে ইবাদতের সিজ্দা যা গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয নয়। তবে দিক নির্ণয় না করে সিজ্দা জায়েয আছে। কাবা শরীফ নির্ধারিত হওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- **إِنَّمَا تَوَلَّوْا** তোমরা যেদিকে হও সেদিকে খোদা আছে অর্থাৎ যেদিকে সিজ্দা কর, খোদাকেই করা হবে। কিন্তু কাবার দিক নির্ধারিত করার কারণ এটাই ছিল যে ইবাদতের সিজ্দা ও তাজিমী সিজ্দার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করা।

আল্লাহ তাআলার প্রতি এটা দ্বিতীয় অপবাদ। বকরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা- বলুন, কুরআনের কোন্ আয়াতে বা কোন্ হাদিসে কাবা শরীফের দিক নির্ধারণের সেই কারনটা লিপিবদ্ধ আছে, য আপনি বর্ণনা করেছেন। কোন প্রমান ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নামে কথা চালিয়ে দেয়াটা অপবাদ। বকরের কথা মত মন্দিরে যে সিজ্দা করা হয়, তাতে কোন পাপ হবে না। কেননা সেখানে কাবার দিক হয়ে সিজ্দা করা হয় না। বিভিন্ন কারণে কাবার দিক না হয়ে অন্য দিক হয়েও নামায পড়া যায় এবং সিজ্দা সমূহ ইবাদতের সিজ্দা হিসেবেই গণ্য। তাই বকরের মনগড়া কথা অগ্রাহ্য।

উক্ত পুস্তিকার ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছে- **فليعبدوا رب هذا البيت** (এ ঘরের পালন কর্তার ইবাদত কর) এ আয়াতে **رب هذا البيت** বাক্যাংশটা আছে। আরবের নিয়মানুসারে শব্দটি প্রানীবাচক শব্দের আগে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কাবা হল প্রানহীন পাথরের ঘর। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এ ঘর দ্বারা আদমের আত্মাকে বোঝানো হয়েছে। এটাও আল্লাহর প্রতি অপবাদ এবং কুরআনের অপব্যখ্যা। কুরআন শরীফে আছে- **رب المشرقين ورب المغربين** আর এক জায়গায় আছে- **رب** তাহলে কি পূর্ব পশ্চিম আসমান জমিন বুঝি প্রানী যে, এসবের আগে **رب** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? কুরআন শরীফকে যে অস্বীকার করে, তার থেকে বড় মিথ্যুক আর কে হতে পারে?

আমি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, তাজিমী সিজদা হারাম। স্বয়ং বকরের একান্ত আস্থাশীল ফিকাহের কিতাব থেকে প্রমাণ করেছি যে তাজিমী সিজদা শুকরের মাংস খাওয়া থেকেও জঘন্যতর হারাম। এর পরও সে কোন্ মুখে বলে- “তাজিমী সিজদাকে অস্বীকারকারীদের প্রতি খোদার লানত”- ১০ পৃঃ।

“কতেক মূর্খ ও একগুয়ে লোক ব্যতীত কেউ তাজিমী সিজদাকে অস্বীকার করে না।-২৩ পৃঃ “একে অস্বীকারকারীগণ শয়তানের মত আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হবে”- ২৪ পৃঃ। আসলে এ সব কথা যে বলছে তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত আদম ও ইউসুফ (আঃ) কে সিজদা করা প্রসঙ্গে আলোচনা

তাজিমী সিজদা জায়েয প্রদানকারীদের মূল দলীল হলো- কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাজিমী সিজদাটা হযরত আদম ও ইউসুফ (আঃ) এর শরীয়তের হুকুম এবং আগের শরীয়ত অকাট্য দলীল হিসেবে বিবেচ্য, যতক্ষণ না আল্লাহ ও রসূল থেকে অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং কুরআন করীম থেকে যেটা সুস্পষ্টভাবে বৈধ বলে প্রমাণিত, তা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাজিমী সিজদা সম্পর্কিত আয়াতটি বর্ণনামূলক আয়াত এবং বর্ণনামূলক আয়াত মনসূখ বা রহিত হয় না। যদি রহিত হয়, তাহলে অকাট্য দলীলের জন্য, অকাট্য রহিতকরণ দলীল প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে হাদীসে ওয়াহেদ অগ্রাহ্য।

উপরোক্ত বক্তব্যটুকুই তাজিমী সিজদা কারীদের প্রধান দলীল। এটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় সময় বলে থাকে এবং এটাকে তারা খুব মজবুত দলীল মনে করে থাকে। আসলে এটা মাকড়সার জাল থেকেও দুর্বল। তাদের সামান্য কান্ডজ্ঞান থাকলেও এ ধরনের কথা বলতো না। কুরআন করীমে তাজিমী সিজদা সম্পর্কিত আয়াত সমূহ ধর্মীয় ইমামগণ ও আওলিয়া কিরামের কাছে অজানা ছিল না। আর তাঁরা নিশ্চয়ই আগের যুগের শরীয়ত, নাজায়েয, মনসূখ, অকাট্য দলীল ও অনুমান ভিত্তিক দলীল ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁরা দেখে শুনেই তাজিমী সিজদাকে হারাম ও নিষেধ করেছেন। তাঁরা কি ওদের থেকে কম জ্ঞানী ছিলেন?

রদ্দুল মোখতার ও কাযিখা তাদের কাছে খুবই নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব। অথচ কিতাবদ্বয়ে তাজিমী সিজদা হারাম, গুনাহে কবীরা ও শুকরের মাংস খাওয়া থেকেও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। রদ্দুল মুখতারের ৫ম খন্ড *الخطر والاباحة* অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

اختلفوا في سجود الملئكة قيل كان لله تعالى والتوجه الى ادم للتشريف كاستقبال

الكعبة وقيل بل لادم على وجه التحية والاکرام ثم نسخ بقوله صلى الله تعالى عليه سلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة تسجد لزوجها تاترخانية قال فى تبیین المحارم والصحيح الثانى ولم يكن عبادة له بل تحية واکراما ولذا امتنع عنه ابليس وكان جائزا فيما مضى كما فى قصة يوسف قال ابو منصور المانرىدى وفيه دليل على نسخ الكتاب بالسنة .

অর্থাৎ ফিরিশতাগণের সিজ্দা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতক উলামা বলেন যে, সিজ্দা আল্লাহর জন্য ছিল এবং আদম (আঃ) এর সম্মানের জন্য মুখ তাঁর দিকে ছিল। কতক উলামা বলেন যে, আদম (আঃ) কেই তাজিম ও সম্মানার্থে সিজ্দা করা হয়েছিল। অতঃপর সেই হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যে হাদীসে বলা হয়েছে- যদি কারো জন্য সিজ্দার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম নিজের স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য। তাতারখানিয়া ও তবয়িনুল মুহারেম কিতাবে দ্বিতীয় মতটা বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেটা ইবাদতের নিয়তে ছিল না বরং তাজিম ও সম্মান বোধই ছিল। এ জন্য ইবলিস এর থেকে বিরত ছিল। ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী দ্বারা বুঝা যায় আগের শরীয়তে তাজিমী সিজ্দা জায়েয ছিল। ইমামে আহলে সুনাত আল্লামা আবু মনছুর মাতুরিদী (রহঃ) বলেন হাদীস দ্বারা কুরআনের হুকুম রহিত হতে পারে, এটাই এর প্রামাণ।

খোদার শোকরীয়া, ওদের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাবই ওদের মুখে চুন-কালি দিল। তাজিমী সিজ্দা আদম (আঃ), ইউসুফ (আঃ) ও অন্য কোন নবীর শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে কোন প্রমাণ দিতে পারবে না। আদম (আঃ) কে সৃষ্টির আগে আল্লাহ তায়লা ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

فاذا سويته ونفخت فيه من روى فقوا له سجدين .

(যখন আমি আদমকে তৈরী করবো এবং তার মধ্যে রুহ ফুকে দিব, তখন তার জন্য সিজ্দাতে পতিত হয়ো।) দেখুন, আল্লাহ যখন হুকুম দিয়ে ছিলেন, তখন না আদম সৃষ্টি হয়েছে ন শরীয়ত। আর মানুষ ও ফিরিশতার আহকাম ভিন্ন। তদুপরি ফিরিশতাদেরকে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল, তা আমাদের আগের যুগের শরীয়ত হিসেবে গন্য নয়। ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে ইয়াকুব (আঃ) এর শরীয়তে তাজিমী সিজ্দা নিষিদ্ধ ছিল না। নিষিদ্ধ না হওয়া দু'ধরনের হতে পারে (১) হয়তো তাঁদের শরীয়তে তাজিমী সিজ্দা জায়েয ছিল অথবা তাঁদের শরীয়তে এ ব্যাপারে হ্যাঁ- না কিছুই উল্লেখ ছিল না। তাই এটা মুবাহ হিসেবে প্রচলিত ছিল, শরীয়তের হুকুম হিসেবে নয়। সুতরাং এটা অকাট্য ভাবে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়ত বলে প্রমাণিত হয় না।

কুরআন করীমে যে সিজদার কথা বর্ণিত আছে, সেটা নিয়েও উলামায়ে কিরামের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। কেউ সিজদা বলতে মাটিতে মাথা রাখা আবার কেউ মাথানত করা বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইবাদ ইবনে জাফর মাখযুমী থেকে বর্ণিত- (আদম (আঃ)কে ফিরিশতাদের সিজদা ইশারা প্রকৃতির ছিল।) ইবনে জরির, ইবনুল মনযের এবং আবুশ শেখ আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আজিজ কুরআনের আয়াত **وخرواله سجدا** এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন-

بلغنا ان ابويه واخوته سجدوا ليوسف ايماء برؤسهم كهيئة الاعاجم وكانت تلك تحييتهم كما يصنع ذلك ناس اليوم.

অর্থাৎ আমাদের কাছে হাদীছ পৌছেছে যে ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর মাতা-পিতা ও ভাইদের কর্তৃক সিজদাটা ছিল মাথা দ্বারা ইশারা প্রকৃতির যেমন আযমী লোকেরা তাজিমের বেলায় এ ধরণের করতো। এখনও কতক লোক সালাম করার সময় অনুরূপ মাথা নত করে। ইমাম রাজি ও অন্যান্যগণ আরবের পরিভাষা থেকে তাই প্রমাণ করেছেন। ইমাম বগবী মায়ালেমুত্তানযীল এবং ইমাম খাজেন লুবাযে ফিরিশতাদের সিজদা প্রসঙ্গে বলেছেন-

لم يكن فيه وضع الوجه على الارض وانما كان انحناء فلما جاء الاسلام ابطال ذلك بالسلام.

অর্থাৎ ওটা দ্বারা জমীনের উপর মুখ মন্ডল রাখাটা বুঝানো হয়নি, কেবল মাথানত করা ছিল। যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো, সেটাও সালাম প্রচলনের দ্বারা বাতিল করে দেয়া হয়। উক্ত ইমামদ্বয় ইউসুফ (আঃ) কে সিজদা প্রসঙ্গে বলেন-

لم يرد بالسجود وضع الجباه على الارض وانما هو الانحناء التواضع وقيل وضهو الجباه على الارض على طريق التحية والتعظيم وكان جائزا لامم السابقة جبها لافى هذه الشريعة.

অর্থাৎ সিজদা বলতে মাটিতে মাথা রাখা নয়। ওটা কেবল মাথানত ও বিনয় ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, তাজিম ও সম্মান হিসেবে কপাল মাটিতে রেখে ছিলেন এবং আগের উম্মতদের মধ্যে সেটা জায়েয ছিল। কিন্তু এ শরীয়তে তা রহিত হয়ে গেছে। তফসীরে খাজেন ও জালালাইনে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটা যদি সিজদা হিসেবে ধরেও নেয়া হয়, তাতে আনন্দ হওয়ার কিছু নেই। সিজদা আদম ও ইউসুফ (আঃ) এর জন্য ছিল, নাকি আল্লাহর জন্য ছিল, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আসাকের আবু ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন-

انه سئل عن سجود الملكة فقال ان الله جعل ادم كالكعبة.

তাজিমী সিজ্দা - ৭৫

অর্থাৎ তাঁকে ফিরিশতাদের সিজ্দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) কে কাবার মত সাব্যস্ত করে দিয়েছিলেন। মুয়াল্লেম, খাজেন ও অন্যান্য তফসীরে বর্ণিত আছে-

وقيل منى قوله اسجدوا لادم اى الى ادم فكان ادم قبلة والسجود لله تعالى كما جعلت

الكعبة قبلة الصلوة والصلوة لله تعالى .

কেউ কেউ বলেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে- আদমের দিক হয়ে সিজ্দা কর। তাই আদম ছিল কিবলা আর সিজ্দা ছিল আল্লাহর জন্য। যেমন কাবা নামাযের কিবলা এবং নামায আল্লাহর জন্য। সূরা ইউসূফ প্রসঙ্গেও বর্ণিত আছে-

وروى عن ابن عباس معناه خرواللة عزوجل سجدا سجدا بين يدي يوسف والاول اصح .

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে আয়াতের অর্থ হলো- আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইউসূফ (আঃ) এর সামনে সিজ্দাতে পতিত হওয়া। সুতরাং এটাকে অকাট্যভাবে তাজিমী সিজ্দা বলা যায় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াকুব (আঃ) ইউসূফ (আঃ) কে আল্লাহর শোকরানা স্বরূপ সিজ্দা করেছিলেন। তাই এটা কিছুতেই তাজিমী সিজ্দা ছিল না। ইমাম ফখরুদ্দিন রায়ীর মতে ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক ইউসূফ (আঃ) কে সিজ্দা করা কল্পনাভিত এবং ইউসূফ (আঃ) একে জায়েয মনে করাটাও ধারণাভিত, কেননা, ইয়াকুব (আঃ) হচ্ছেন বৃদ্ধ পিতা, আল্লাহর নবী এবং দীনি ইলম ও নাবুয়াতের পদমর্যাদার দিক দিয়েও তাঁর থেকে উর্ধে। তাই এটা অসম্ভব।

সব কিছু সঠিক ধরে নিলেও আগের শরীয়ত আমাদের জন্য দলীল হওয়াটা অকাট্য নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমামদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কতকের মতে আগের গুলো কোন দলীল নয় যদি তা আমাদের শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত না হয়। আর কতকের মতে দলীল হিসেবে বিবেচ্য তবে যদি এর হুকুম রহিত না হয়।

সিজ্দার হুকুমটা সার্বজনীন ছিলনা, দু'টা সাময়িক ঘটনা মাত্র। সাময়িক ঘটনা সার্বজনীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব সবদিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাজিমী সিজ্দা হারাম, হারাম, হারাম।

RE PDF BY (MASUM BILLAH SUNNY)

REDUCED [38MB TO 11MB]

SunniPedia.blogspot.com

File taken from Amarislam.com